কুরআনের অর্থ বুঝতে আগ্রহী সাধারণ মানুষদের আরবীভাষা শেখার একটি অনন্য গ্রন্থ-
হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ। এটি ‘কুরআনের ভাষা সিরিজ’ এর ১ম বই।

حَيَّ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ

عبد الله المسعود

Nurul Quran Academy
www.nlquran.net



প্রকাশক

নূরুল কুরআন একাডেমি

ইসলামী জ্ঞান অর্জনের অনলাইনভিত্তিক অনন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

ফোন নং (হোয়াটসআপ): +8801700946569
ইমেইল: nurulquran887@gmail.com.
ওয়েবসাইট: www.nlquran.net

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

পরিবেশনায়

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ: ০১৪০৬ ৩০০ ১০০
sondiponprokashon@gmail.com
www.facebook.com/sondiponprokashon
www.sondipon.com

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ২০২৫
অনলাইন পরিবেশক: ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, দ্যা প্রিমিয়াম বুকস.কম
মুদ্রণ ও বাঁধাই: বই কারিগর

নির্ধারিত মূল্য: ৬০০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

আরবীভাষা কুরআনের ভাষা হবার কারণে প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত এই ভাষার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা। বিশেষকরে কুরআনের অর্থ বোঝা যায়, এই পরিমাণ আরবীভাষা জ্ঞান অর্জন করে নেওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। যাতে করে আল্লাহর পাঠানো বার্তাগুলো তিলাওয়াতকালে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয় এবং কুরআনের পাঠ আমাদের বাস্তব জীবনকে পরিবর্তন ও প্রভাবিত করতে পারে।

অনেকেই মনে করেন, কুরআনের ভাষা আর সাধারণ আরবীভাষা এক নয়, ভিন্ন। এটি ভুল ধারণা। বরং কুরআন বিশুদ্ধ আরবীভাষাতেই নাযিল হয়েছে এবং শত শত বছর ধরে অবিকৃতভাবে এই ভাষার চর্চা চলে আসছে। সংক্ষেপে বললে, বিশুদ্ধ আরবীভাষা যা, কুরআনের ভাষা তা-ই। হ্যা, কুরআনের অনেক শব্দ এমন আছে, যার ব্যবহার বর্তমানে কমে গেছে। আর এটি সকল ভাষার ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। যেহেতু ভাষা বহতা নদীর ন্যায়, তাই সময়ের বিবর্তনে এর শব্দ ব্যবহারের মাত্রায় বৈচিত্র্য আসাটাই স্বাভাবিক।

একটি ভাষার অনেকগুলো দিক থাকে। এটি নির্ধারিত হয় সেই ভাষার শব্দাবলীর মাধ্যমে। যেমন, একজন মেডিকেলের শিক্ষার্থী ইংরেজি ভাষার চিকিৎসা সংক্রান্ত শব্দাবলী অধিকহারে অবগত থাকার কারণে এই শাস্ত্রের বইপত্র যতটা সহজে বুঝতে পারবে, দর্শন বিষয়ে ইংরেজিতে লেখা একটি বই সেই অনুপাতে বুঝবে না। কেননা দুইটি বইয়ের ভাষা একই হওয়া সত্ত্বেও শাস্ত্র ভিন্ন হবার দরুন শব্দভান্ডারেও থাকবে ভিন্নতা। এই ভিন্নতার ব্যাপারটি প্রতিটি ভাষার ক্ষেত্রেই সমান সত্য।

আরবীভাষার ক্ষেত্রেও বিষয়টি ব্যতিক্রম নয়। ফলে যে কেউ আরবীভাষা জানলেই কুরআনের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে পারবে এমন কিন্তু নয়। বরং ব্যকরণ ও ভাষাগত নিয়মকানুনে দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও কুরআনী শব্দভান্ডার ও বাকরীতির সাথে পরিচয়ে ঘাটতি থাকার দরুন কুরআনের আয়াতসমূহের অর্থ পুরোপুরি বুঝতে না পারা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সেজন্য যাদের আরবীভাষা শেখার মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য থাকে কুরআনের অর্থ বুঝা, তারপর অন্য কিছু বুঝা, তাদের উচিত কুরআনী শব্দাবলীকে উপজীব্য করে ও কুরআনের বাক্যসমূহকে কেন্দ্রীভূত করে আরবীভাষা শিক্ষা করা। যাতে করে আরবীভাষার যা কিছু শেখা হবে, সেটা কুরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে প্রায়োগিক ও অনুশীলনমূলক হয়। এতে করে ভাষাগত ব্যাপারগুলো শেখা যেমন পোক্ত হবে, তেমনি কুরআনের অর্থ বুঝার প্রক্রিয়াটাও সমানতালে অগ্রসর হবে।

এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই রচনা করা হয়েছে ‘হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ’ বইটি। এটি মূলত কর্মব্যস্ত ও কলেজ–ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া সাধারণ মানুষের উপযোগী করে অত্যন্ত সুচিন্তিত ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে Nurul Quran Aacademy -এর 'আরবীভাষা শিক্ষা কোর্স' এর পাঠ্যবই হিসেবে রচিত। বইটিতে আছে মোট ৪টি অধ্যায়। প্রতি অধ্যায়ে আছে ১২টি করে পাঠ। প্রতি পাঠে আছে ৩টি করে পরিচ্ছেদ। বইটিতে আরবীভাষা শিক্ষা আবর্তিত হবে ৩টি বিষয়কে কেন্দ্র করে। তা হলো-

ক. সরাসরি কুরআনের অর্থ বুঝা

খ. সরাসরি হাদীস ও বিভিন্ন দুআর অর্থ বুঝা

গ. সাধারণ আরবীভাষা বুঝা

যেহেতু কুরআনের অর্থ বুঝাকেই সবচে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে এই বইটিতে এবং জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য এটি রচিত; তাই সচেতনভাবেই আরবীভাষার বর্তমান সময়ের প্রচলিত আধুনিক বিভিন্ন ব্যবহার ও শব্দভান্ডারের প্রতি খুব বেশি ভ্রুক্ষেপ করা হয়নি। কেননা কুরআনের অর্থ বুঝার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা নিতান্তই অল্প। তাছাড়া একজন জেনারেল শিক্ষিত মানুষের জন্য সাধারণত এগুলো জানার ও শেখার খুব বেশি প্রয়োজনও হয় না। তবুও কেউ শিখতে চাইলে মূল আরবীভাষা শিখার পর আধুনিক শব্দের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করলে ও নিয়মিত চর্চা চালিয়ে গেলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কুরআনের অর্থ বুঝাকে ব্যাপক করা ও আরবীভাষাকে সহজ করার লক্ষ্যে আমরা পর্যায়ক্রমে 'কুরআনের ভাষা সিরিজ'এর ৭টি বই প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। বইগুলো হচ্ছে-

১. হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ; এই বইয়ের ভূমিকাই আপনি এখন পড়ছেন। এতে সামগ্রিক আরবীভাষা শিক্ষাদান করা হবে। সাথে থাকবে পঠিত বিষয়গুলো কুরআন-হাদিস থেকে চর্চা।

২. আল-কালিমাতুল কুরআনিইয়াহ (الْكَلِمَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ لِمَنْ دَرَسَ حَيَّ عَلى الْعَرَبِيَّةِ); এটি কুরআনের মাদ্দাহ (Root) ভিত্তিক শব্দার্থ সংকলন। বাংলাভাষায় রচিত এই বিষয়ক বইগুলো থেকে এটি একেবারেই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের।

৩. আল-মুখতারাতুল কুরআনিইয়াহ (الْمُخْتَارَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ لِمَنْ دَرَسَ حَيَّ عَلى الْعَرَبِيَّةِ); এটি কুরআনের নির্বাচিত আয়াত নিয়ে রচিত। হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ-তে পঠিত আয়াতের বাইরে কুরআনের অন্য আরও যেসব আয়াতের অর্থ সহজেই শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে, সেগুলোর সংকলন।

৪. আল-মুখতারাতুল হাদীসিইয়াহ (الْمُخْتَارَاتُ الْحَدِيْثِيَّةُ لِمَنْ دَرَسَ حَيَّ عَلى الْعَرَبِيَّةِ); এটি নবিজীর নির্বাচিত হাদীস নিয়ে রচিত। হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ পড়ার পর নবিজীর যেসব হাদীসের অর্থ সহজেই শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে, সেগুলোর সংকলন।

৫. মাবাদিউস সরফ (مَبَادِئُ الصَّرْفِ); এটি আরবী ব্যাকরণের শব্দপ্রকরণ বিদ্যা বিষয়ে রচিত।

৬. মাবাদিউন নাহু (مَبَادِئُ النَّحْوِ); এটি আরবী ব্যাকরণের পদবিন্যাস বিদ্যা বিষয়ে রচিত।

৭. আল-বালাগাতুল কুরআনিইয়াহ (الْبَلَاغَةُ الْقُرْآنِيَّةُ لِمَنْ دَرَسَ حَيَّ عَلى الْعَرَبِيَّةِ); এটি কুরআনের আলঙ্কার শাস্ত্র বিষয়ে রচিত।

'হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ' লেখার ক্ষেত্রে সবচে বেশি উপকৃত হয়েছি আদীব হুজুর খ্যাত মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব রচিত 'এসো আরবী শিখি' বই থেকে। এই বইটি দিয়েই আমাদের আরবীভাষা শেখার হাতেখড়ি হয়েছিল। এই বইটিই Nurul Quran Aacademy-তে জেনারেল শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমরা দীর্ঘদিন পড়িয়েছি। পাঠদানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের মনে হয়েছে, এটি মাদরাসার শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও উপযুক্ত হিসেবে যথার্থ হলেও জেনারেল শিক্ষিত ভাই-বোনদের জন্য আরেকটু ভিন্নভাবে বিন্যাসিত হলে তারা বেশি উপকৃত হবেন। সেই উপলব্ধি থেকেই মূলত এই বইটির জন্ম। আমরা আবু তাহের মেসবাহ সাহেব ও তার রচিত কিতাব 'এসো আরবী শিখি' এর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

১৪৪৪ হিজরীর শাওয়াল মাসে (মে, ২০২৩ খৃস্টাব্দ) মক্কাতুল মুকাররমায় মসজিদে হারামে বসে এই কিতাবের রচনা শুরু করেছিলাম। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ১৪৪৬ হিজরীর রজব মাসে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খৃস্টাব্দ) মসজিদে নববীতে রিয়াজুল জান্নাতের সীমানায় বসে এটি সমাপ্ত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ। এই লম্বা সময়ে রচিত অংশগুলোর নানান পরিমার্জনের ধারা চলমান ছিল। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পড়ানো, তাদের থেকে মতামত নেওয়া ও অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক কিছুতেই পরিবর্ধন ও সংস্কার করা হয়েছে। আগামীতেও এই ধারা সচল থাকবে ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষার্থীদের উপকারের কথা বিবেচনা করে এই বইটির প্রতিটি অধ্যায়ের পরে সেই অধ্যায়ে পঠিত আয়াত ও হাদীসগুলো একসাথে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে। এবং বইয়ের একেবারে শেষে একটি বিষয়সূচি যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে এই বইতে কোন অধ্যায়ের কোন পাঠে নতুন কী পড়া আছে তার বিবরণ পাওয়া যাবে।

যেসব ভাই-বোন মূলত কুরআনের অর্থ বুঝার উদ্দেশ্যে আরবীভাষা শিখতে বা শিখাতে চান, তারা 'হাইয়া আলাল আরাবিইয়াহ' বইটিকে পাঠ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে পারেন। ঘরে বসে আরবীভাষা শিখতে চাইলে ভর্তি হতে পারেন আমাদের আরবীভাষা শিক্ষা কোর্সে। এটি বিশেষভাবে কলেজ-ভার্সিটির স্টুডেন্ট, কর্মজীবী বা সংসারী প্রমুখ ব্যস্ত মানুষদের জন্য ডিজাইন করা। তাদের ব্যস্ততার প্রতি লক্ষ্য রেখে ধীরে সুস্থে পড়ানো হয় এবং সব ধরনের সাপোর্ট প্রদান করা হয়। কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন Nurul Quran Aacademy-এর ওয়েবসাইট- www.nlquran.net

আল্লাহ তাআলা আমাদের এই বইটিকে কবুল করে নিন। পরকালে একে নেকির পাল্লায় অন্তর্ভুক্ত করুন। একে সাদাকা জারিয়ার মাধ্যম বানিয়ে নিন। কুরআনের ভাষা শিক্ষাদানের এই প্রয়াসকে সাফল্যমন্ডিত করুন। আমীন।

আবদুল্লাহ আল মাসউদ
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, নূরুল কুরআন একাডেমি (www.nlquran.net)
শিক্ষক ও মুহাদ্দিস, জামিয়াতুল উস্তায শহীদুল্লাহ ফজলুল বারী, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

১ম পাঠ ১৭
১ম পরিচ্ছেদ ১৭
২য় পরিচ্ছেদ ১৮
৩য় পরিচ্ছেদ ১৯
২য় পাঠ ২২
১ম পরিচ্ছেদ ২২
২য় পরিচ্ছেদ ২৪
৩য় পরিচ্ছেদ ২৬
৩য় পাঠ ২৯
১ম পরিচ্ছেদ ২৯
২য় পরিচ্ছেদ ৩১
৩য় পরিচ্ছেদ ৩৩
৪র্থ পাঠ ৩৭
১ম পরিচ্ছেদ ৩৭
২য় পরিচ্ছেদ ৩৯
৩য় পরিচ্ছেদ ৪২
৫ম পাঠ ৪৫
১ম পরিচ্ছেদ ৪৫
২য় পরিচ্ছেদ ৪৭
৩য় পরিচ্ছেদ ৪৯
৬ষ্ঠ পাঠ ৫২
১ম পরিচ্ছেদ ৫২
২য় পরিচ্ছেদ ৫৫

৩য় পরিচ্ছেদ ৫৭

৭ম পাঠ ৬০
১ম পরিচ্ছেদ ৬০
২য় পরিচ্ছেদ ৬৩
৩য় পরিচ্ছেদ ৬৬

৮ম পাঠ ৬৮
১ম পরিচ্ছেদ ৬৮
২য় পরিচ্ছেদ ৭১
৩য় পরিচ্ছেদ ৭৩

৯ম পাঠ ৭৬
১ম পরিচ্ছেদ ৭৬
২য় পরিচ্ছেদ ৭৮
৩য় পরিচ্ছেদ ৮০

১০ম পাঠ ৮৩
১ম পরিচ্ছেদ ৮৩
২য় পরিচ্ছেদ ৮৬
৩য় পরিচ্ছেদ ৮৯

১১তম পাঠ ৯১
১ম পরিচ্ছেদ ৯১
২য় পরিচ্ছেদ ৯৪
৩য় পরিচ্ছেদ ৯৭

১২তম পাঠ ১০১
১ম পরিচ্ছেদ ১০১
২য় পরিচ্ছেদ ১০৪
৩য় পরিচ্ছেদ ১০৬

১ম অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ ১১০

১ম অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট ১১১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শুরুর আগে ১১৩

১ম পাঠ ১১৪

১ম পরিচ্ছেদ ১১৪

২য় পরিচ্ছেদ ১১৬

৩য় পরিচ্ছেদ ১১৯

২য় পাঠ ১২২

১ম পরিচ্ছেদ ১২২

২য় পরিচ্ছেদ ১২৪

৩য় পরিচ্ছেদ ১২৯

৩য় পাঠ ১৩২

১ম পরিচ্ছেদ ১৩২

২য় পরিচ্ছেদ ১৩৬

৩য় পরিচ্ছেদ ১৩৮

৪র্থ পাঠ ১৪২

১ম পরিচ্ছেদ ১৪২

২য় পরিচ্ছেদ ১৪৫

৩য় পরিচ্ছেদ ১৪৭

৫ম পাঠ ১৫২

১ম পরিচ্ছেদ ১৫২

২য় পরিচ্ছেদ ১৫৪

৩য় পরিচ্ছেদ ১৫৬

৬ষ্ঠ পাঠ ১৫৮

১ম পরিচ্ছেদ ১৫৮

২য় পরিচ্ছেদ ১৬১

৩য় পরিচ্ছেদ ১৬৪

৭ম পাঠ ১৬৯
১ম পরিচ্ছেদ ১৬৯
২য় পরিচ্ছেদ ১৭২
৩য় পরিচ্ছেদ ১৭৪
৮ম পাঠ ১৭৮
১ম পরিচ্ছেদ ১৭৮
২য় পরিচ্ছেদ ১৮১
৩য় পরিচ্ছেদ ১৮৪
৯ম পাঠ ১৮৬
১ম পরিচ্ছেদ ১৮৬
২য় পরিচ্ছেদ ১৮৯
৩য় পরিচ্ছেদ ১৯২
১০ তম পাঠ ১৯৭
১ম পরিচ্ছেদ ১৯৭
২য় পরিচ্ছেদ ২০০
৩য় পরিচ্ছেদ ২০৪
১১ তম পাঠ ২০৮
১ম পরিচ্ছেদ ২০৮
২য় পরিচ্ছেদ ২১০
৩য় পরিচ্ছেদ ২১২
১২ তম পাঠ ২১৫
১ম পরিচ্ছেদ ২১৫
২য় পরিচ্ছেদ ২১৮
৩য় পরিচ্ছেদ ২২১
২য় অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ ২২৫
২য় অধ্যায়ে পঠিত হাদিসসমূহ ২২৯
২য় অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট ২৩০

তৃতীয় অধ্যায়

শুরুর আগে ২৩৩

১ম পাঠ ২৩৪

১ম পরিচ্ছেদ ২৩৪

২য় পরিচ্ছেদ ২৩৭

৩য় পরিচ্ছেদ ২৩৯

২য় পাঠ ২৪৩

১ম পরিচ্ছেদ ২৪৩

২য় পরিচ্ছেদ ২৪৫

৩য় পরিচ্ছেদ ২৪৮

৩য় পাঠ ২৫০

১ম পরিচ্ছেদ ২৫০

২য় পরিচ্ছেদ ২৫২

৩য় পরিচ্ছেদ ২৫৫

৪র্থ পাঠ ২৬১

১ম পরিচ্ছেদ ২৬১

২য় পরিচ্ছেদ ২৬৪

৩য় পরিচ্ছেদ ২৬৬

৫ম পাঠ ২৬৮

১ম পরিচ্ছেদ ২৬৮

২য় পরিচ্ছেদ ২৭১

৩য় পরিচ্ছেদ ২৭৩

৬ষ্ঠ পাঠ ২৭৬

১ম পরিচ্ছেদ ২৭৬

২য় পরিচ্ছেদ ২৭৮

৩য় পরিচ্ছেদ ২৮১

৭ম পাঠ ২৮৩
১ম পরিচ্ছেদ ২৮৩
২য় পরিচ্ছেদ ২৮৬
৩য় পরিচ্ছেদ ২৮৮
৮ম পাঠ ২৯০
১ম পরিচ্ছেদ ২৯০
২য় পরিচ্ছেদ ২৯৩
৩য় পরিচ্ছেদ ২৯৬
৯ম পাঠ ২৯৮
১ম পরিচ্ছেদ ২৯৮
২য় পরিচ্ছেদ ৩০১
৩য় পরিচ্ছেদ ৩০৩
১ম পরিচ্ছেদ ৩০৬
২য় পরিচ্ছেদ ৩০৯
৩য় পরিচ্ছেদ ৩১১
১১ম পাঠ ৩১৪
১ম পরিচ্ছেদ ৩১৪
২য় পরিচ্ছেদ ৩১৭
৩য় পরিচ্ছেদ ৩১৯
১২ম পাঠ ৩২১
১ম পরিচ্ছেদ ৩২১
২য় পরিচ্ছেদ ৩২৪
৩য় পরিচ্ছেদ ৩২৭
৩য় অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ ৩৩০
৩য় অধ্যায়ে পঠিত হাদিসসমূহ ৩৩৭
৩য় অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট ৩৪১

চতুর্থ অধ্যায়

المُقَدِّمَةُ ৩৪৩

১ম পাঠ ৩৪৪

১ম পরিচ্ছেদ ৩৪৪

২য় পরিচ্ছেদ ৩৪৬

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৪৮

২য় পাঠ ৩৫৫

১ম পরিচ্ছেদ ৩৫৫

২য় পরিচ্ছেদ ৩৫৭

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৫৯

৩য় পাঠ ৩৬১

১ম পরিচ্ছেদ ৩৬১

২য় পরিচ্ছেদ ৩৬৪

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৬৬

৪র্থ পাঠ ৩৭০

১ম পরিচ্ছেদ ৩৭০

২য় পরিচ্ছেদ ৩৭২

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৭৫

৫ম পাঠ ৩৭৭

১ম পরিচ্ছেদ ৩৭৭

২য় পরিচ্ছেদ ৩৭৯

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৮২

৬ষ্ঠ পাঠ ৩৮৪

১ম পরিচ্ছেদ ৩৮৪

২য় পরিচ্ছেদ ৩৮৬

৩য় পরিচ্ছেদ ৩৮৮

৭ম পাঠ ৩৯২
১ম পরিচ্ছেদ ৩৯২
২য় পরিচ্ছেদ ৩৯৫
৩য় পরিচ্ছেদ ৩৯৮
৮ম পাঠ ৪০০
১ম পরিচ্ছেদ ৪০০
২য় পরিচ্ছেদ ৪০২
৩য় পরিচ্ছেদ ৪০৮
৯ম পাঠ ৪১১
১ম পরিচ্ছেদ ৪১১
২য় পরিচ্ছেদ ৪১৫
৩য় পরিচ্ছেদ ৪১৮
১০ম পাঠ ৪২২
১ম পরিচ্ছেদ ৪২২
২য় পরিচ্ছেদ ৪২৪
৩য় পরিচ্ছেদ ৪২৬
১১ তম পাঠ ৪২৯
১ম পরিচ্ছেদ ৪২৯
২য় পরিচ্ছেদ ৪৩৬
৩য় পরিচ্ছেদ ৪৩৮
১২তম পাঠ ৪৪০
১ম পরিচ্ছেদ ৪৪০
২য় পরিচ্ছেদ ৪৪২
৩য় পরিচ্ছেদ ৪৪৫
৪র্থ অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ ৪৪৮
৪র্থ অধ্যায়ে পঠিত হাদিসসমূহ ৪৫৩
বিষয়সূচি ৪৫৮

১ম অধ্যায় ৪৫৮
২য় অধ্যায় ৪৬০
৩য় অধ্যায় ৪৬২
৪র্থ অধ্যায় ৪৬৫
৪র্থ অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট ৪৬৭

حَيَّ عَلَىٰ الْعَرَبِيَّةِ

عبد الله المسعود

[اَلْبَابُ الْأَوَّلُ]



Nurul Quran Academy
www.nlquran.net

رَبِّ يَسِّرْ وَلاَ تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ

‘হে আমার রব! সহজ করে দাও, কঠিন করো না; কল্যাণের সাথে পূর্ণতা দাও।’

رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ

‘হে আমার রব! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন এবং আমার কাজ সহজ করে দিন।’
[সূরা ত্বহাঃ ২৫-২৬]

رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

‘হে আমার রব, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন।’
[সূরা ত্বহাঃ ১১৪]

১ম পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُذَكَّرَةُ (পুরুষবাচক নামসমূহ)				
كِتَابٌ	একটি বই		قَلَمٌ	একটি কলম
بَيْتٌ	একটি ঘর		كُرْسِيٌّ	একটি চেয়ার
قُفْلٌ	একটি তালা		مِفْتَاحٌ	একটি চাবি
مِصْبَاحٌ	একটি বাতি		بَابٌ	একটি দরজা
جِدَارٌ	একটি দেয়াল		وَ	এবং

اِسْمُ الْإِشَارَةِ [مُذَكَّرٌ] (ইশারাবাচক বিশেষ্য পুরুষবাচক)	
هٰذَا (কাছের জিনিসের জন্য)	এটি
ذٰلِكَ (দূরের জিনিসের জন্য)	সেটি

هذا كتاب - ذلك قلم - هذا بيت - ذلك كرسي

هذا قفل - ذلك مفتاح - هذا مصباح - ذلك باب

هذا جدار وذلك باب – ذلك مفتاح وهذا قفل – هذا قلم وذلك كتاب

ذلك مصباح وهذا مفتاح – هذا كرسي وذلك قلم - ذلك بيت وهذا جدار

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

هٰذَا حَلٰلٌ وَّهٰذَا حَرَامٌ ﴿سُوْرَةُ النَّحْلِ: ١١٦﴾

ذٰلِكَ خَيْرٌ ﴿سُوْرَةُ النِّسَاءِ: ٥٩﴾ [خَيْرٌ: কল্যাণ, কল্যাণকর, উত্তম]

১ম পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

اَلْأَسْمَاءُ الْمُؤَنَّثَةُ (স্ত্রীবাচক নামসমূহ)			
مَدِيْنَةٌ	একটি শহর	قَرْيَةٌ	একটি গ্রাম
آيَةٌ	একটি আয়াত/নিদর্শন	قِصَّةٌ	একটি গল্প
زَهْرَةٌ	একটি ফুল	فَاكِهَةٌ	একটি ফল
سَاعَةٌ	একটি ঘড়ি/কেয়ামত/এক ঘণ্টা	بِنْتٌ	একটি মেয়ে
أَرْضٌ [مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ]	একটি জমীন/পৃথিবী	سَمَاءٌ [مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ]	একটি আকাশ

اِسْمُ الْإِشَارَةِ [مُؤَنَّثٌ] (ইশারাবাচক বিশেষ্য স্ত্রীবাচক)	
هٰذِهِ (কাছের জিনিসের জন্য)	এটি
تِلْكَ (দূরের জিনিসের জন্য)	সেটি

هذه قرية - تلك مدينة - هذه قصة - تلك آية - هذه فاكهة

تلك زهرة - هذه سماء - تلك أرض - هذه بنت - تلك ساعة

هذه أرض وتلك سماء - تلك فاكهة وهذه زهرة - هذه قرية وتلك مدينة

هٰذَا - هٰذِهِ	এটি
ذٰلِكَ - تِلْكَ	সেটি

১ম পাঠ

৩য় পরিচ্ছেদ

একজন মহিলা	اِمْرَأَةٌ	একজন পুরুষ	رَجُلٌ
একটি পাতা	وَرَقَةٌ	একটি গাছ	شَجَرَةٌ
বরং	بَلْ	একটি ছেলে	وَلَدٌ
কি?	هَلْ	কী?	مَا
না	لَا	হ্যা	نَعَمْ

هذا رجل: هل هذا رجل؟ نعم، هذا رجل. هل هذه امرأة؟ لا، بل هذا رجل.

هذه امرأة: هل هذه امرأة؟ نعم، هذه امرأة. هل هذا رجل؟ لا، بل هذه امرأة.

ذلك كرسي: هل ذلك كرسي؟ نعم، ذلك كرسي. هل ذلك باب؟ لا، بل ذلك كرسي.

تلك شجرة: هل تلك شجرة؟ نعم، تلك شجرة. هل تلك ورقة؟ لا، بل تلك شجرة.

مَا এর প্রশ্নের উত্তরে জিনিসের নাম আসে		هَلْ এর প্রশ্নের উত্তরে হ্যা/না আসে	
ما هٰذَا؟	এটি কী?	هَلْ هٰذا كِتَابٌ؟	এটি কি একটি বই?
هٰذَا كِتَابٌ	এটি একটি বই	نَعَمْ، هٰذَا كِتَابٌ لا، بل هٰذَا قَلَمٌ	হ্যা, এটি একটি বই না, বরং এটি একটি কলম

ما هذا؟ هذا مصباح. هل هذا مصباح؟ نعم، هذا مصباح.

ما هذه؟ هذه قرية. هل هذه قرية؟ نعم، هذه قرية.

ما ذلك؟ ذلك قفل. هل ذلك قفل؟ نعم، ذلك قفل.

ما تلك؟ تلك مدينة. هل تلك مدينة؟ نعم، تلك مدينة.

ما هذا؟ هذا مفتاح. هل هذا مصباح؟ لا، بل هذا مفتاح.

ما ذلك؟ ذلك جدار. هل ذلك باب؟ لا، بل ذلك جدار.

ما هذه؟ هذه زهرة. هل هذه شجرة؟ لا، بل هذه زهرة.

ما تلك؟ تلك فاكهة. هل تلك ساعة؟ لا، بل تلك فاكهة.

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. এটি কী? এটি একটি পাতা।

২. এটি কি একটি ফুল? না, বরং এটি একটি পাতা।

৩. সেটি কী? সেটি একটি গ্রাম।

৪. সেটি কি একটি শহর? না, বরং সেটি একটি গ্রাম।

৫. এটি কী? এটি একটি আকাশ।

৬. এটি কি একটি আকাশ? হ্যা, এটি একটি আকাশ।

২. নিচের বাক্যগুলোকে বাংলাতে অনুবাদ করুন-

١. هذا جدار وهذه زهرة – هذا كرسي وتلك سَاعَةٌ

٢. هذا قلم وذلك كرسي – هذه أرض وذلك جدار

٣. هذا كتاب وذلك باب – ذلك مفتاح وتلك فاكهة

٤. ذلك مصباح وهذه سماء – ذلك قلم وهذا جدار

٥. هذه شجرة كبيرة وتلك ورقة صغيرة.

٦. هذا ولد جيد وتلك بنت جيدة.

৩. নিচের ভুল বাক্যগুলোকে শুদ্ধ করুন-

١. هذا فاكهة جديدة.

٢. ذلك قلم قديمة.

٣. هذا سماء كبير.

٤. تلك قرية كبير.

٥. هذا أرض صغيرة.

কিছু সাধারণ ভুল (কমন মিস্টেক) লক্ষ্য করুনঃ

এটি	هٰذَا	শুদ্ধ
	هٰذَ / هَاذَا	ভুল
সেটি	ذٰلِكَ	শুদ্ধ
	ذَالِكَ	ভুল
বই	كِتَابٌ	শুদ্ধ
	كِتَبٌ	ভুল
একটি ঘর / একটি মেয়ে	بَيْتٌ / بِنْتٌ	শুদ্ধ
	بَيْةٌ / بِنْةٌ	ভুল

حَـيَّ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ

عبد الله المسعود

[اَلْبَابُ الثَّانِيْ]



Nurul Quran Academy
www.nlquran.net

শুরুর আগে

আল্লাহর রহমতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে আপনি আরবীভাষা তথা কুরআনের ভাষার প্রাঙ্গণে বেশ কিছু দূর এগিয়েছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে আপনি এই কিতাব পড়া শুরু করেছেন, তার পাপড়িগুলো আস্তে আস্তে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। ৪ মাস আগেও আপনি হয়ত যবর-যের ছাড়া কাউকে আরবী পড়তে দেখলে বিস্ময়ে হা করে তাকিয়ে থাকতেন। সেই আপনিই এখন যবর-যের ছাড়া আরবী পড়তে পারছেন। কুরআনের কিছু কিছু আয়াত ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু কিছু হাদীসও আরবী থেকে বুঝতে শুরু করেছেন। এরচে আনন্দের আর কী হতে পারে!

ইলমের পথে যাত্রা মোটেও সহজ কোন বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন ইলমের প্রতি ভালবাসা রাখা, উচ্চ মনোবলের অধিকারী হওয়া, বাধা-বিপত্তিতে সবর করা এবং পূর্ণ মনোযোগ ও অদম্য আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে ইলম অর্জনের পথে এগিয়ে চলা। তালিবুল ইলমকে এই পথ থেকে ছিটকে ফেলে দিতে শয়তান সবসময় ওঁত পেতে থাকে। নানান রকম ওয়াসওয়াসা এবং অনাগ্রহ ও নিরাশার বীজ বপন করতে সদা তৎপর থাকে। আপনার সাথেই অনেকে ১ম অধ্যায় শুরু করে হারিয়ে গেছে। ২য় অধ্যায় পড়ার তাওফীক তাদের হবে না। আপনাকেও যেন এমন ভাগ্য বরণ করতে না হয়, সেজন্য সবসময় সচেতন থাকতে হবে এবং নিচের নির্দেশনাগুলো মেনে চলতে হবে-

- কোন ক্রমেই দারস জমিয়ে রাখা যাবে না। যেদিনের দারস সেদিনই দেখে শেষ করতে হবে।
- নিয়মিত পড়া শুনাতে হবে এবং হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে।
- ২য় অধ্যায়ে মুখস্তের বিষয় পরিমাণে বেশি আসবে। একটু কষ্ট হতে পারে। তবে হাল ছাড়া যাবে না

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন,

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِيْ
مَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَهِرَ اللَّيَالِيْ
وَمَنْ رَامَ الْعُلا مِنْ غَيْرِ كَدٍّ
أَضَاعَ الْعُمْرَ فِيْ طَلَبِ الْمُحَالِ

পরিশ্রম অনুপাতে তুমি উচ্চতায় পৌঁছবে
যে উচ্চতায় যেতে চায় সে রাত্রি জাগরণ করে;[১২]
আর যে পরিশ্রম ছাড়াই উচ্চতায় যেতে চায়
সে অসম্ভব জিনিসের পেছনে জীবন নষ্ট করছে কেবল।

আল্লাহ তাআলা আপনার পথচলাকে মসৃণ করে দিন এবং সবকিছুকে সহজ করে দিন। আমীন।

[১২] অর্থাৎ, অনেক চেষ্টা-পরিশ্রম করে। আক্ষরিক অর্থে রাত্রি জাগা জরুরি নয়।

১ম পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

المَاضِيُ المُثْبَتُ (হ্যা-বাচক অতীত ক্রিয়া / Positive Past)			
الفَعْلُ করা			
	الفِعْلُ/ক্রিয়া	اِسْمُ الصِّيْغَةِ/সীগাহর নাম	اَلْمَعْنى/অর্থ
غَائِبٌ নাম পুরুষ Third Person	فَعَلَ(هو)	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	সে (একজন পুরুষ) করেছে
	فَعَلَتْ(هي)	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ	সে (একজন মহিলা) করেছে
حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ Second Person	فَعَلْتَ	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ	তুমি (একজন পুরুষ) করেছ
	فَعَلْتِ	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ	তুমি (একজন মহিলা) করেছ
مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ First Person	فَعَلْتُ	وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ	আমি করেছি
غَائِبٌ নাম পুরুষ Third Person	فَعَلُوْا	جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	তারা (একাধিক পুরুষ) করেছে
	فَعَلْنَ	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ	তারা (একাধিক মহিলা) করেছে
حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ Second Person	فَعَلْتُمْ	جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ	তোমরা (একাধিক পুরুষ) করেছ
	فَعَلْتُنَّ	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ	তোমরা (একাধিক মহিলা) করেছ
مُتَكَلِّمٌ উত্তম পুরুষ First Person	فَعَلْنَا	جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ	আমরা করেছি

المَاضِيُ المُثْبَتُ (হ্যা-বাচক অতীত ক্রিয়া / Positive Past)			
পড়া القِرَاءَةُ			
قَرَؤُوْا-قَرَأْنَ	তারা পড়েছে	قَرَأَ-قَرَأَتْ	সে পড়েছে
قَرَأْتُمْ-قَرَأْتُنَّ	তোমরা পড়েছ	قَرَأْتَ- قَرَأْتِ	তুমি পড়েছ
قَرَأْنَا	আমরা পড়েছি	قَرَأْتُ	আমি পড়েছি
লেখা الكِتَابَةُ			
كَتَبُوْا-كَتَبْنَ	তারা লিখেছে	كَتَبَ-كَتَبَتْ	সে লিখেছে
كَتَبْتُمْ-كَتَبْتُنَّ	তোমরা লিখেছ	كَتَبْتَ-كَتَبْتِ	তুমি লিখেছ
كَتَبْنَا	আমরা লিখেছি	كَتَبْتُ	আমি লিখেছি
বের হওয়া الخُرُوْجُ			
خَرَجُوْا-خَرَجْنَ	তারা বের হয়েছে	خَرَجَ - خَرَجَتْ	সে বের হয়েছে
خَرَجْتُمْ- خَرَجْتُنَّ	তোমরা বের হয়েছ	خَرَجْتَ- خَرَجْتِ	তুমি বের হয়েছ
خَرَجْنَا	আমরা বের হয়েছি	خَرَجْتُ	আমি বের হয়েছি
খেলা اللَّعِبُ			
لَعِبُوْا – لَعِبْنَ	তারা খেলেছে	لَعِبَ – لَعِبَتْ	সে খেলেছে
لَعِبْتُمْ – لَعِبْتُنَّ	তোমরা খেলেছ	لَعِبْتَ – لَعِبْتِ	তুমি খেলেছ
لَعِبْنَا	আমরা খেলেছি	لَعِبْتُ	আমি খেলেছি

অনুশীলনী

১. বাংলা ক্রিয়াগুলো আরবী করুন-

সে করেছে (ছেলে), তুমি বের হয়েছ (মেয়ে), তুমি পড়েছ (ছেলে), তারা লিখেছে (মেয়ে), আমরা খেলেছি (ছেলে), তোমরা পড়েছ (ছেলে), আমি করেছি, আমরা লিখেছি, তোমরা পড়েছ (মেয়ে), তোমরা খেলেছ (মেয়ে), তুমি বের হয়েছ (ছেলে), সে লিখেছে (মেয়ে), তুমি খেলেছ (ছেলে)

১ম পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

عَلٰى	উপরে		بِ	দ্বারা
مِنْ	থেকে		إِلٰى	দিকে
عَنْ	সম্পর্কে/থেকে		مَعَ [ظرف]	সাথে
ثُمَّ	তারপর/অতঃপর		مَلْعَبٌ	খেলার মাঠ
نَفْسٌ [أَنْفُسٌ] [مُؤَنَّثٌ سَمَاعِيٌّ]	নিজ/আত্মা/জান		قَالَ-قَالَتْ	সে বলেছে

بالقلمِ - على الفراشِ - إلى المسجدِ - من السوقِ - مع راشدٍ

بقلمِ خالدٍ - على فراشِ البيتِ - إِلٰى مسجدِ القريةِ - من سوقِ المدينةِ

اَلْفَاعِلُ[১৩] (কর্তা/Subject)	
كَتَبَ رَاشِدٌ بِالْقَلَمِ	রাশেদ কলম দিয়ে লিখেছে
لَعِبَتْ فَاطِمَةُ في البيتِ	ফাতেমা ঘরে খেলেছে
كَتَبَ التِّلْمِيْذُ أَمَامَ الْمُعَلِّمِ	ছাত্রটি শিক্ষকের সামনে লিখেছে
خَرَجَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنَ الْمَسْجِدِ	মুসলিমরা মসজিদ থেকে বের হয়েছে

قَرَأَ: قرأ خالدٌ في المدرسة وقرأت فاطمة في البيت. يا خالد! قرأتَ في المدرسة ويا فاطمة! قرأتِ في البيت. قال خالد: أنا قرأتُ في المدرسة وقالت فاطمة: أنا قرأتُ في البيت.

[১৩] ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে اَلْفَاعِلُ (ফায়িল) বলে। এতে সর্বদা রফা এর ইরাব হবে। اَلْجُمْلَةُ الْفِعْلِيَّةُ/ক্রিয়ামূলক বাক্যের প্যাটার্ন হলো- ফি'ল+ফায়িল+অন্যান্য

كَتَبَ: كتب محمود بالقلم القديم وكتبتْ فرحانةُ بالقلم الجديد. يا محمود! كتبت بالقلم القديم ويا فرحانةُ! كتبتِ بالقلم الجديد. قال محمود: كتبتُ بالقلم القديم وقالت فرحانةُ: كتبتُ بالقلم الجديد.

خَرَجَ: خرج راشد من مدرسته وخرجت عائشة من بيتها. يا راشد! خرجتَ من مدرستكَ ويا عائشة! خرجتِ من بيتكِ. قال راشد: أنا خرجت من مدرستي وقالت عائشة: أنا خرجت من بيتي.

لَعِبَ: لعب راشد في الملعب مع صديقه. لعبت فاطمة في الحديقة مع صديقتها. يا محمود! هل لعبت في ملعب المدرسة؟ نعم، لعبت في ملعب المدرسة. يا زينب! هل لعبتِ في ملعب السوق؟ لا، بل لعبت أمام البيت.

إِلَى نُوْرِ الْقُرْآنِ

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ ﴿البَقَرَةُ:١٧﴾ أيْ: ذهب الله بنور المنافقين. [أيْ = অর্থাৎ]

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ ﴿القيامة:٣٣﴾ أيْ: ذهب الكافر إلى أهله.

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿الأَنْعَامُ : ٥٤﴾ أي: سلام عليكم أيها المُؤْمِنُوْنَ!

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. শহরের বাজারের দিকে

২. ঘরের বিছানার উপরে।

৩. একটি নতুন বই দ্বারা।

৪. এই শিক্ষকের সাথে

৫. নদীর পানি থেকে

৬. ফাতেমার মেয়ে মাদরাসায় গিয়েছে।

৭. হে ছেলে, তুমি মসজিদ থেকে বের হয়েছ।

৮. আমরা রাশেদের সাথে খেলেছি।

৯. তুমি মাদরাসায় পড়েছ ও লিখেছ।

১০. বিলাল একটি নতুন কলম দিয়ে লিখেছে।

১১. তারা (মহিলা) ঘর থেকে বের হয়েছে।

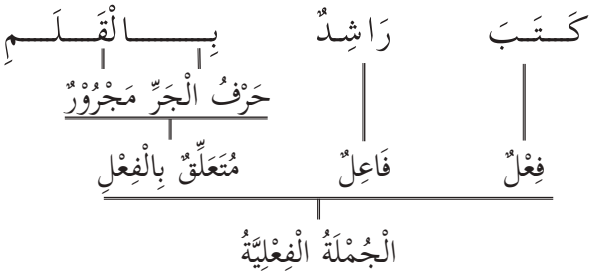
১২. আমরা বাড়ির সামনে খেলেছি।

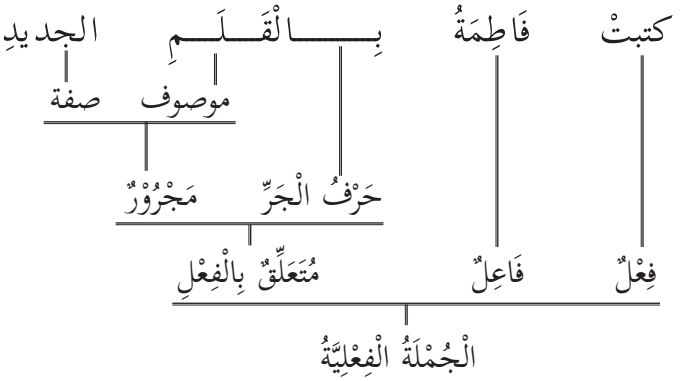
১৩. হে যাইনাব, তুমি ফুল দিয়ে খেলেছ।

১৪. এই মেয়েটি তার কামরা থেকে বের হয়েছে।

১৫. ওই ছেলেটি লিখেছে ও পড়েছে।

তারকীব লক্ষ্য করুনঃ





১ম পাঠ

৩য় পরিচ্ছেদ

الذَّهَابُ যাওয়া			
ذَهَبُوْا-ذَهَبْنَ	তারা গিয়েছে	ذَهَبَ-ذَهَبَتْ	সে গিয়েছে
ذَهَبْتُمْ-ذَهَبْتُنَّ	তোমরা গিয়েছ	ذَهَبْتَ- ذَهَبْتِ	তুমি গিয়েছ
ذَهَبْنَا	আমরা গিয়েছি	ذَهَبْتُ	আমি গিয়েছি
الرُّجُوْعُ ফেরা			
رَجَعُوْا-رَجَعْنَ	তারা ফিরেছে	رَجَعَ-رَجَعَتْ	সে ফিরেছে
رَجَعْتُمْ-رَجَعْتُنَّ	তোমরা ফিরেছ	رَجَعْتَ-رَجَعْتِ	তুমি ফিরেছ
رَجَعْنَا	আমরা ফিরেছি	رَجَعْتُ	আমি ফিরেছি
الجُلُوْسُ বসা			
جَلَسُوْا-جَلَسْنَ	তারা বসেছে	جَلَسَ-جَلَسَتْ	সে বসেছে
جَلَسْتُمْ-جَلَسْتُنَّ	তোমরা বসেছ	جَلَسْتَ-جَلَسْتِ	তুমি বসেছ
جَلَسْنَا	আমরা বসেছি	جَلَسْتُ	আমি বসেছি

مِنْ أَيْنَ	কোথা হতে/কোত্থেকে	إِلٰى أَيْنَ	কোন দিকে
مِنْ	থেকে	مَعَ مَنْ	কার সাথে

ذَهَبَ الْمُسْلِمُوْنَ - اَلْمُسْلِمُوْنَ ذَهَبُوْا	মুসলিম (পুরুষরা) গিয়েছে
ذَهَبَتِ الْمُسْلِمَاتُ - اَلْمُسْلِمَاتُ ذَهَبْنَ	মুসলিম (মহিলারা) গিয়েছে

ذهب المسلمون إلى المسجد ورجعوا منه.

ذهبت المسلمات إلى البيت وجلسن فيه.

خرج الأولاد إلى المدرسة وجلسوا أمام المعلم.

ذهبت البنات إلى البيت وقرأن وكتبن فيه.

رجع الآباء من السوق وجلسوا في بيوتِهم.

رجعت الأمهات من العمل وجلسن في بيوتهن.

يا راشد! هل ذهبت إلى بيت الجد؟ نعم، ذهبت إلى بيت الجد.

يا عائشة! هل جلستِ على الكرسي؟ نعم، جلستُ على الكرسي.

إلى أين ذهب ولدُ ماجدٍ؟ ذهب ولد ماجد إلى النهر.

من أين رجعتْ أخت بلال؟ رجعت أخت بلال من الحديقة.

هل جلستم أمام المعلم؟ نعم، جلسنا أمام المعلم.

ماذا فعلتم؟ قرأنا وكتبنا ثم ذهبنا إلى الفراش.

مع من لعبتَ أيها التلميذ الذكي؟ لعبتُ مع صديقي.

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. হে খালেদ! তুমি কার সাথে মসজিদে গিয়েছ? আমি আমার বাবার সাথে মসজিদে গিয়েছি।

২. তোমরা কোত্থেকে বের হয়েছ? আমরা বাগান থেকে বের হয়েছি।

৩. তুমি কার সাথে বসেছ? আমি ফাতিমার সাথে বসেছি।

৪. মাজেদের ছেলে মাদরাসায় গিয়েছে এবং পড়েছে ও লিখেছে।

২. আরবী বাক্যগুলোর ফায়িলকে আগে এনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করুন-

١. كتبتْ البنت بالقلم الجديد.

٢. لعب الولد في ملعب المدرسة.

৩. উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন-

١. ماذا ..... أيها الأولاد؟ نحن ..... أمام المعلم.

٢. هل ذهبت .....إلى.....؟ نعم، .....

কিছু সাধারণ ভুল (কমন মিস্টেক) লক্ষ্য করুনঃ

রাশেদ ঘর থেকে বের হয়েছে	خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْبَيْتِ	শুদ্ধ
	خَرَجَ رَاشِدٌ مِنَ الْبَيْتُ	ভুল
আয়েশা তার কামরা থেকে বের হয়েছে	خَرَجَتْ عَائِشَةُ مِنَ غُرْفَتِهَا	শুদ্ধ
	خَرَجَ عَائِشَةُ مِنَ غُرْفَتِهَا	ভুল
মুসলিমরা গিয়েছে	ذَهَبَ الْمُسْلِمُوْنَ	শুদ্ধ
	ذَهَبُوْا اَلْمُسْلِمُوْنَ	ভুল
মুসলিমরা গিয়েছে	اَلْمُسْلِمُوْنَ ذَهَبُوْا	শুদ্ধ
	اَلْمُسْلِمُوْنَ ذَهَبَ	ভুল
তুমি কার সাথে গিয়েছ?	مَعَ مَنْ ذَهَبْتَ؟	শুদ্ধ
	مَنْ مَعَ ذَهَبْتَ؟	ভুল

২য় পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

ظَرْفُ الزَّمَانِ (কালবাচক ইসম/The Noun of Time)				
আজ	اليَوْمَ		আগামীকাল	غَدًا[১৪]
পূর্বে	قَبْلَ		পরে	بَعْدَ
সকালে	صَبَاحًا		সন্ধ্যায়	مَسَاءً
এখন	الآنَ		কখন?	مَتَى

خرج راشد من بيته صباحا وذهب إلى المدرسة وجلس أمام المعلم.

قرأ راشد وكتب في المدرسة، ثم رجع إلى البيت مساءً.

كتب راشد في المدرسة بالقلم الجديد.

خرج هؤلاء التلاميذ صباحا إلى المدرسة وجلسوا أمام المعلم.

هم قرؤوا وكتبوا في المدرسة، ثم رجعوا إلى البيت مساءً، هم أولاد مؤدبون.

خرجت عائشة من غرفتها بعد الفجر وذهبت إلى المدرسة وجلست أمام المعلمة.

قرأت عائشة وكتبت في المدرسة، ثم رجعت إلى البيت مساءً.

كتبت عائشة في المدرسة بالقلم الجديد وكتبت أختها بالقلم القديم.

---

[১৪] কোন শব্দে দুই যবর হলে শেষে একটা বাড়তি আলিফ (ا) যুক্ত করতে হয়। যেমন-غَدًا । শুধু দুইটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে-

ক. শব্দের শেষে গোল তা হলে। যেমন- مَدْرَسَةً

খ. শব্দের শেষে হামযা হয়ে তার পূর্বে আলিফ থাকলে। যেমন- مَسَاءً ।
(কিন্তু যদি শব্দের শেষে হামযা হয়ে তার পূর্বে আলিফ না থাকে, তাহলে পরে আলিফ হবে। যেমন- شَيْئًا)

خرجت عائشة وزينب مع فاطمةَ بعد الفجر وذهبن إلى المدرسة وجلسن أمام المعلمة.

هن قرأن وكتبن في المدرسة، ثم رجعن إلى البيت مساءً.

هؤلاء التلميذات كتبن في المدرسة بالأقلام الجديدة.

يا ولد! ماذا فعلتَ قبل الصلاة؟ أنا قرأت وكتبت قبل الصلاة.

أيها التاجر! متى ذهبتَ إلى السوق؟ ذهبت إلى السوق بعد الفَجْرِ.

يا فرحانة! متى لعبتِ وأين لعبتِ؟ لعبت بعد العصر في حديقتنا.

هل جلس راشد على كرسي جديد؟ نعم، جلس راشد على كرسي جديد.

متى جلس راشد على كرسي جديد؟ جلس راشد على كرسي جديد اليومَ.

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. বিলাল কোথেকে বের হয়েছে? সে মসজিদ থেকে বের হয়েছে।

২. হে ছেলে, তুমি কোথায় বসেছ? আমি গাছের নিচে বসেছি।

৩. কে বিলালের সাথে বাজারে গিয়েছে? বিলালের সাথে মাহমুদ বাজারে গিয়েছে।

৪. তারা কি আসরের পরে পড়েছে? না, বরং তারা আসরের পরে খেলার মাঠে খেলেছে।

৫. তুমি কখন নতুন কলম দিয়ে লিখেছ? আমি সন্ধ্যায় নতুন কলম দিয়ে লিখেছি।

২. নিচের বাক্যগুলোর ফায়িলকে আগে এনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করুন-

١. كتب المعلِّمون أمامَ التلميذِ الجديدِ.

٢. جلسَ هؤلاء الرجالُ تحتَ الشَّجرةِ.

٣. قرأت البنات في بيوتهن.

২য় পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

المُضَارِعُ المُثْبَتُ (হ্যা-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া / Positive Present and Future)			
الفَعْلُ করা			
	الفِعْلُ/ক্রিয়া	اِسْمُ الصِّيْغَةِ/সীগাহর নাম	اَلْمَعْنى/অর্থ
غَائِبٌ নাম পুরুষ Third Person	يَفْعَلُ (هو)	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	সে (পুরুষ) করে, করছে, করবে
	تَفْعَلُ (هي)	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ	সে (মহিলা) করে, করছে, করবে
حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ Second Person	تَفْعَلُ (أنتَ)	وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ	তুমি (পুরুষ) করো, করছো, করবে
	تَفْعَلِيْنَ	وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ	তুমি (মহিলা) করো, করছো, করবে
مُتَكَلِّمٌ মধ্যম পুরুষ First Person	أَفْعَلُ (أنا)	وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ	আমি করি, করছি, করবো
غَائِبٌ নাম পুরুষ Third Person	يَفْعَلُوْنَ	جَمْعٌ مُذَكَّرٌ غَائِبٌ	তারা (পুরুষ) করে, করছে, করবে
	يَفْعَلْنَ	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ غَائِبٌ	তারা (মহিলা) করে, করছে, করবে
حَاضِرٌ মধ্যম পুরুষ Second Person	تَفْعَلُوْنَ	جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ	তোমরা (পুরুষ) করো, করছো, করবে
	تَفْعَلْنَ	جَمْعٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ	তোমরা (মহিলা) করো, করছো, করবে
مُتَكَلِّمٌ মধ্যম পুরুষ Second Person	نَفْعَلُ (نَحْنُ)	جَمْعٌ مُتَكَلِّمٌ	আমরা করি, করছি, করবো

القِرَاءَةُ পড়া			
يَقْرَؤُوْنَ – يَقْرَأْنَ	তারা পড়ে, পড়ছে, পড়বে	يَقْرَأُ – تَقْرَأُ	সে পড়ে, পড়ছে, পড়বে
تَقْرَؤُوْنَ – تَقْرَأْنَ	তোমরা পড়ো, পড়ছো, পড়বে	تَقْرَأُ – تَقْرَئِيْنَ	তুমি পড়ো, পড়ছো, পড়বে
نَقْرَأُ	আমরা পড়ি, পড়ছি, পড়বো	أَقْرَأُ	আমি পড়ি, পড়ছি, পড়বো
الكِتَابَةُ লেখা			
يَكْتُبُوْنَ – يَكْتُبْنَ	তারা লিখে, লিখছে, লিখবে	يَكْتُبُ – تَكْتُبُ	সে লিখে, লিখছে, লিখবে
تَكْتُبُوْنَ – تَكْتُبْنَ	তোমরা লিখো, লিখছো, লিখবে	تَكْتُبُ – تَكْتُبِيْنَ	তুমি লিখো, লিখছো, লিখবে
نَكْتُبُ	আমরা লিখি, লিখছি, লিখবো	أَكْتُبُ	আমি লিখি, লিখছি, লিখবো
الخُرُوْجُ বের হওয়া			
يَخْرُجُوْنَ – يَخْرُجْنَ	তারা বের হয়, হচ্ছে, হবে	يَخْرُجُ – تَخْرُجُ	সে বের হয়, হচ্ছে, হবে
تَخْرُجُوْنَ – تَخْرُجْنَ	তোমরা বের হও, হচ্ছো, হবে	تَخْرُجُ – تَخْرُجِيْنَ	তুমি বের হও, হচ্ছো, হবে
نَخْرُجُ	আমরা বের হই, হচ্ছি, হবো	أَخْرُجُ	আমি বের হই, হচ্ছি, হবো

الذَّهَابُ যাওয়া			
يَذْهَبُوْنَ – يَذْهَبْنَ	তারা যায়, যাচ্ছে, যাবে	يَذْهَبُ – تَذْهَبُ	সে যায়, যাচ্ছে, যাবে
تَذْهَبُوْنَ – تَذْهَبْنَ	তোমরা যাও, যাচ্ছো, যাবে	تَذْهَبُ – تَذْهَبِيْنَ	তুমি যাও, যাচ্ছো, যাবে
نَذْهَبُ	আমরা যাই, যাচ্ছি, যাবো	أَذْهَبُ	আমি যাই, যাচ্ছি, যাবো
الرُّجُوْعُ ফেরা			
يَرْجِعُوْنَ – يَرْجِعْنَ	তারা ফিরে, ফিরছে, ফিরবে	يَرْجِعُ – تَرْجِعُ	সে ফিরে, ফিরছে, ফিরবে
تَرْجِعُوْنَ – تَرْجِعْنَ	তোমরা ফিরো, ফিরছো, ফিরবে	تَرْجِعُ – تَرْجِعِيْنَ	তুমি ফিরো, ফিরছো, ফিরবে
نَرْجِعُ	আমরা ফিরি, ফিরছি, ফিরবো	أَرْجِعُ	আমি ফিরি, ফিরছি, ফিরবো
الجُلُوْسُ বসা			
يَجْلِسُوْنَ – يَجْلِسْنَ	তারা বসে, বসছে, বসবে	يَجْلِسُ – تَجْلِسُ	সে বসে, বসছে, বসবে
تَجْلِسُوْنَ – تَجْلِسْنَ	তোমরা বসো, বসছো, বসবে	تَجْلِسُ – تَجْلِسِيْنَ	তুমি বসো, বসছো, বসবে
نَجْلِسُ	আমরা বসি, বসছি, বসবো	أَجْلِسُ	আমি বসি, বসছি, বসবো

اللَّعِبُ খেলা			
يَلْعَبُوْنَ – يَلْعَبْنَ	তারা খেলে, খেলছে, খেলবে	يَلْعَبُ – تَلْعَبُ	সে খেলে, খেলছে, খেলবে
تَلْعَبُوْنَ – تَلْعَبْنَ	তোমরা খেলো, খেলছো, খেলবে	تَلْعَبُ – تَلْعَبِيْنَ	তুমি খেলো, খেলছো, খেলবে
نَلْعَبُ	আমরা খেলি, খেলছি, খেলবো	أَلْعَبُ	আমি খেলি, খেলছি, খেলবো

শব্দগুলো মুখস্ত করুন-

هُنَاكَ	সেখানে	هُنَا	এখানে
أَبَدًا	কখনো	دَائِمًا	সর্বদা
أُسْبُوْعٌ	সপ্তাহ	اَلدَّرْسُ	পাঠ
شَهْرٌ	মাস	سَنَةٌ	বছর
نَهَارٌ	দিন/দিবস	لَيْلٌ/لَيْلَةٌ	রাত

অনুশীলনী

১. বাংলা শব্দগুলো আরবী করুন-

সে যাবে, আমরা ফিরবো, তারা বসবে, তুমি পড়ো, তোমরা লিখবে, আমি বের হবো, তারা করবে, সে লিখে, তুমি যাবে, আমি বসি, আমরা খেলছি, সে বসছে, তোমরা ফিরছো, আমি বের হই, তারা লেখছে, তুমি করছো

২. আরবী শব্দগুলো দ্রুত পড়ুন ও অনুবাদ করুন-

نَرْجِعُ، تَذْهَبِيْنَ، نَكْتُبُ، تَقْرَأُ، تَلْعَبُوْنَ، نَفْعَلُ، تَخْرُجْنَ، يَخْرُجُوْنَ، يَكْتُبُ، تَجْلِسِيْنَ، تَرْجِعْنَ، يَذْهَبْنَ، أَلْعَبُ، تَفْعَلُ، تَكْتُبِيْنَ، أَخْرُجُ، تَجْلِسُوْنَ، تَذْهَبُ، يَلْعَبُ، تَقْرَأُ، نَذْهَبُ، يَقْرَأْنَ، نَفْعَلُ

৩. আরবী সীগাহগুলোর নাম লিখুন-

١. يقرأ: .....

٢. فعل: .....

٣. جلستم: .....

٤. ذهبنا: .....

٥. يخرجون: .....

٦. تَلْعَبْنَ: .....

৪. ব্র্যাকেটে উল্লেখিত মাসদার থেকে সীগাহগুলো লিখুন-

١. (الجلوس) وَاحِدٌ مُؤَنَّثٌ حَاضِرٌ:

٢. (الكتابة) وَاحِدٌ مُتَكَلِّمٌ:

٣. (الرجوع) وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ:

٤. (اللعب) جَمْعٌ مُذَكَّرٌ حَاضِرٌ:

٥. (القراءة) وَاحِدٌ مُذَكَّرٌ حَاضِر

৫. নিচের আরবী বাক্যগুলোকে বাংলাতে অনুবাদ করুন-

١. هل كتب محمودٌ بالقلم الجديد؟ لا، بل كتب محمودٌ بالقلم القديم.

٢. من أين خرجت عائشة؟ خرجت عائشة من بيتها.

٣. يا محمود! هل لعبت في ملعب القرية؟ لا، بل لعبت في ملعب المدينة.

٤. ما خرجت عائشة من غرفتها اليوم.

২য় পাঠ

৩য় পরিচ্ছেদ

ডান হাত, ডান দিক	يَمِيْنٌ		বাম হাত, বাম দিক	شِمَالٌ
গৃহ	مَنْزِلٌ [مَنَازِلُ]		পানীয়	شَرَابٌ
জন্য	لِ [حرف الجر]		পাখা	مِرْوَحَةٌ
কী দিয়ে? / কী দ্বারা?	بِمَاذَا؟		কেন / কী জন্য?	لِمَاذَا؟

يذهب راشد إلى المدرسة صباحا ويرجع منها إلى منزله مساء.

يقرأ بَشِيْرٌ ويكتب بعد المَغْرِبِ في غرفته.

تذهب فاطمة إلى الحديقة بعد الفجر وتجلس تحت الشجرة.

تقرأ بنت هذه المرأة مساءً في غرفتها وتكتب أختها بجانبها.

يا خالد! أنت تقرأ الآن على فراشك وأخوك يكتب على فراشه.

يا عائشة! أنتِ تكتبين بالقلم الجديد وأخوكِ يقرأ بجانبكِ.

يلعب راشد في المدرسة وتلعب زينب في البيت.

يجلس راشد أمام المعلم صباحا للقراءة.

يذهب المعلمون إلى المدرسة ويجلسون على كرسيِّهِم أمام التلاميذ.

أيتها النِّسَاءُ! أنتن تجلسن في غرفتكنَّ وتقرأن وتكتبن فيها.

هؤلاء الرجال يذهبون إلى السوق في النهار/نهارًا ويرجعون منه في الليل/ليلًا.

أيها الأولاد! ماذا تفعلون وماذا يفعل إخوانكم؟ نحن نجلس ونقرأ وإخواننا يلعبون أمام الحديقة.

২. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. তোমরা কখন ঘুমাও হে লোকেরা? আমরা ইশার পরে ঘুমাই।

২. বিলাল কিছুতেই এই ঘরে প্রবেশ করবে না।

৩. কে আল্লাহর থেকে প্রতিদান অর্জন করেছে? মুজাহিদ আল্লাহর থেকে প্রতিদান অর্জন করেছে।

৪. আমি তোমাকে আজকে মাদরাসায় দেখিনি। তুমি কি মাদরাসায় যাওনি?

৫. হে লোকেরা, তোমরা মানুষদেরকে সৎ কাজের আদেশ দাও ও অশ্লীল কাজ থেকে নিষেধ করো।

৬. ফাতেমা সফলতার জন্য চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে সফল হয়নি।

৭. হে খালেদ, তুমি কি এই বিষয়টি অস্বীকার করো? না, আমি তা অস্বীকার করি না।

৮. আমি ক্ষুধার্ত হয়েছি তাই খাবার খেয়েছি।

৩. নিচের আরবী প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর বলুন-

١. هل يدخل الجنة من يأبى الله ورسوله؟

٢. حفظتَ سورةً طويلةً من القرآن، فهل نسيتَها؟

٣. متى تسعى إلى المسجد؟

٤. ماذا رآى أبو بلال في السوق اليوم؟

কিছু সাধারণ ভুল (কমন মিস্টেক) লক্ষ্য করুনঃ

আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন	عَفَا اللّٰهُ عَنْه	শুদ্ধ
	عَفَاه اللّٰهُ	ভুল
রাশেদ আমার কাছে এসেছে	جَاءَنِيْ رَاشِدٌ	শুদ্ধ
	جَاءَ رَاشِدٌ عِنْدِيْ	ভুল

২য় অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ

ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُوْرِهِمْ ﴿البَقَرَةُ:١٧﴾ أيْ: ذهب الله بنور المنافقين. [أيْ = অর্থাৎ] **ثُمَّ ذَهَبَ إِلٰى أَهْلِهٖ** ﴿القيامة:٣٣﴾ أيْ: ذهب الكافر إلى أهله. **سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ** ﴿الأَنْعَامُ : ٥٤﴾ أي: سلام عليكم أيها المُؤْمِنُوْنَ! **يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ** ﴿النَّحْلُ:٦٩﴾ شرابٌ يَعْنِيْ عَسَلٌ، أيْ: يخرج من بطون النَّحْلِ عسل. **أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ** ﴿الطُّوْرُ:٤١﴾ أيْ: هل عند الكُفَّار عِلْمُ الغيب؟ فهم يكتبون. **فَأُولٰٓئِكَ يَقْرَءُوْنَ كِتٰبَهُمْ** ﴿الإسْرَاءُ:٧١﴾ أي: الرجال الصالحون يقرؤون كتابهم يوم القيامة باليمين. **فَأَيْنَ تَذْهَبُوْنَ** ﴿التَّكْوِيْرُ:٢٦﴾ أي: أيها الناس! أين تذهبون من القرآن؟ هو كتاب الله، فيه هِدَايَةٌ ونَصِيْحَةٌ. **اخْرُجْ مِنْهَا** ﴿الأَعْرَافُ: ١٨﴾ أي: أيها الشَّيْطَانُ! اخرج من الجنة. **اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ** ﴿يَوْسُفُ: ٣١﴾ أي: يا يَوْسُفُ! اخرج أمام النِّسَاءِ. **اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ** ﴿طه: ٢٤﴾ أي: يا موسى! اذهب إلى فرعونَ. **اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا** ﴿النَّمْلُ: ٢٨﴾ أي: يا هدهدُ! اذهب إلى مَلِكَةِ سَبَأَ بهذا الكتاب. **اِرْجِعُوْٓا إِلٰٓى أَبِيْكُمْ** ﴿يَوْسُفُ:٨١﴾ أي: ارجعوا إلى أبيكم يعقوبَ عليه السلام. **اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا** ﴿يَوْسُفُ: ٩٣﴾ أي: يا إخوتي! اذهبوا بقميصي هذا إلى أَبِيْنَا يعقوبَ عليه السلام. **اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ** ﴿العلق:١﴾ **لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ** ﴿الكافرون: ٠٦﴾ **لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ** ﴿الحَشْرُ:١٢﴾ أي: المنافقون لا يخرجون من بيوتهم مع الكُفَّارِ عند القِتَالِ. **فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ** ﴿البَقَرَةُ:١٨﴾ أي: المنافقون لا يرجعون إلى الإيمان الخالص. **مَنْ فَعَلَ هٰذَا بِاٰلِهَتِنَآ** ﴿الأَنْبِيَاءُ: ٥٩﴾ أي: قال قَوْمُ إِبْرَاهِيْمَ عليه الصلاة والسلام: من فعل هذا العمل بِمَعْبُوْدِنَا؟ **نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ** ﴿الشُّعَرَاءُ:١٩٣﴾ أي: نزل بالقرآن الروح الأمين، وهو جِبْرِيْلُ عليه الصلاة والسلام. **اَنْتَ مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ** ﴿البَقَرَةُ:٢٨٦﴾ «مَوْلَانَا» في هذه الآية يَعْنِيْ وَلِيُّنَا. **وَيٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ** ﴿هُوْدٌ:٣٠﴾ «يٰقَوْمِ» أي: يَا قَوْمِيْ. **كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ** ﴿البَقَرَةُ:٦٠﴾ **يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ** ﴿النَّحْلُ:٨٣﴾ أيْ: الناس يعرفون نعمة الله. **فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ** ﴿المَائِدَةُ:٦﴾ هذا

الحكم في التَّيَمُّمِ. **فَأُولَٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ** ﴿النِّسَاءُ:١٢٤﴾ أي: المُؤْمِنُوْنَ الصالحون والمؤمناتُ الصالحاتُ يدخلون الجنةَ. **فَادْخُلُوٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ** ﴿النَّحْلُ:٢٩﴾ أيْ: أيها الظَّالِمُوْن! ادخلوا أبوابَ جَهَنَّمَ. **يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ** ﴿الأَعْرَافُ:١٨٧﴾ الساعة يعني القِيَامَة، أيْ: أيها النبي! يسألك الناسُ عن القيامة. **يٰقَوْمِ لَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا** ﴿هُوْدٌ:٥١﴾ قاله هُوْدٌ عليه السلام: يا قومي! لا أسألكم أجرا على عمل الدعوة. **اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ** ﴿العلق:١﴾ **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ؕ** ﴿الأَنْعَامُ:١﴾ **يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ** ﴿البَقَرَةُ:٢١﴾ **هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ** ﴿البَقَرَةُ:٢٩﴾ **وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ** ﴿الأَنْعَامُ:١٠١﴾ **خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ** ﴿العلق:٢﴾ **يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ** ﴿البَقَرَةُ:١٤٦﴾ أي: يعرف اليهُوْدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. **فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ** ﴿يُوْسُفُ:٥٨﴾ أي: دخل إخوة يُوْسُفَ عليه السلام دارَه وذهبوا إليه فعرفهم. **يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ** ﴿النَّحْلُ:٨٣﴾ **يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِىْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ** ﴿المَائِدَةُ:٢١﴾ أي: قال موسى عليه السلام لقومه بني إسرائيل: يا قومي! ادخلوا الأرض المقدسة وهي أرضُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ. **يَسْـَٔلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ** ﴿الأَحْزَابُ:٦٣﴾ **يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ** ﴿النازعات:٤٢﴾ **لَا نَسْـَٔلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى** ﴿طه:١٣٢﴾ أي: قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: أيها النبي! لا أسألك رزقا، لأني غني عنه، بل أنا أرزقك، والعاقبة الطيبة لمن أخذ التقوى. **وَجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا** ﴿النبأ:١٠﴾ **مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ** ﴿يُوْنُسُ:٥﴾ **اِقْرَاْ كِتٰبَكَ** ﴿الإِسْرَاءُ:١٤﴾ أي: قال الله يومَ القيامةِ للإنسان: اقرأ كتابك، فيه عمَلُك الذي عمِلتَه. **قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ؕ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ** ﴿الأَعْرَافُ:١٢﴾ أي: قال إبليس: أنا خير من آدم. **كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ** ﴿السَّبَأ:١٥﴾ **وَهُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ** ﴿الأَنْعَامُ:٧٣﴾ **وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا** ﴿النِّسَاءُ: ١٤١﴾ **قُلْ رَبِّىْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ** ﴿الْأَنْبِيَاءُ: ٤﴾ أي: قال الرسول لأعدائه من الكافرين.

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ﴿البَقَرَةُ:١١٣﴾ يعني: قالت اليهُوْدُ ليست النصارى على دين صحيح وقالت النصارى ليست اليهُوْدُ على دين صحيح. قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ﴿المَائِدَةُ:٦٨﴾ أي: يا رسولَ الله! قل لليهُوْدِ والنصارى: لستم على الحق. يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ﴿النَّبَأُ:٤٠﴾ أي: قال الكُفَّارُ ذلك يوم القيامة. يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ﴿الزُّمَرُ : ٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿آلُ عِمْرَانَ:٥١﴾ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا﴿آلُ عِمْرَانَ:١٠٣﴾ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ﴿آلُ عِمْرَانَ:١٨٢﴾ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ﴿الأَنْعَامُ:٦٦﴾ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿المَائِدَةُ:٨﴾ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ﴿البَقَرَةُ:١٢٠﴾ اِنَّ الْهُدٰى هُدَى اللّٰهِ ﴿آلُ عِمْرَانَ:٧٣﴾ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿الأَحْزَابُ:٢٧﴾ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿الأَحْزَابُ:٤٠﴾ اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ﴿الاسراء:٣٠﴾ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ (الأَنْعَامُ:٣٠﴾ اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿التَّوْبَةُ:٢٢﴾ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ﴿البَقَرَةُ:١٨٦﴾ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ﴿النِّسَاءُ:١٧﴾ وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿البَقَرَةُ:١٢٨﴾ اِنِّيْ تُبْتُ الْاٰنَ ﴿النِّسَاءُ:١٨﴾ اِنِّيْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿الأَحْقَافُ:١٥﴾ لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ﴿التَّوْبَةُ:١١٧﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ﴿الرُّوْمُ:٢٥﴾ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿المطففين : ٦﴾ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ ۙ فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا ﴿البَقَرَةُ:١٠﴾ زِدْنٰهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴿النَّحْلُ:٨٨﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ ﴿البَقَرَةُ:١٦١﴾ قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّكِتٰبٌ مُّبِيْنٌ ﴿المَائِدَةُ:١٥﴾ أي: هذا النُّوْرُ هو مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، للإشارة إلى خروج الناس من الظلمة إلى النُّوْرِ بدعوته، وليس في هذه الآية أنَّ اللهَ خلق النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالنُّوْرِ. نعم، في نبينا صلى الله عليه وسلم نورٌ وهو نُوْرُ النُّبُوَّةِ. فَقَدْ جَآءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ ﴿الأَنْعَامُ:١٥٧﴾ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ

﴿الأَعْرَافُ: ٤٣﴾ وَلَقَدْ جِئْنٰهُمْ بِكِتٰبٍ ﴿الأَعْرَافُ: ٥٢﴾ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
﴿الأَعْرَافُ: ١٠١﴾ وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ﴿البَقَرَةُ: ٩٢﴾ قَالُوْا يٰهُوْدُ مَا جِئْتَنَا
بِبَيِّنَةٍ ﴿هُوْدٌ: ٥٣﴾ وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴿يَوْسُفُ: ٥٨﴾ قَدْ جِئْنٰكَ
بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ ﴿طه: ٤٧﴾ أي: قاله موسى عليه السلام لفرعونَ. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ
فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ﴿آلُ عِمْرَانَ: ١٠٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ
﴿ يُوْنُسُ: ١٠٦﴾ دون الله يعنى: غير الله. وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا
﴿النَّحْلُ: ٢٠﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْٓ اِلَيْهِ ﴿يَوْسُفُ: ٣٣﴾ مِمَّا يعنى مِنْ
مَا. قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ﴿يَوْسُفُ: ١٠٨﴾ يَدْعُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ
﴿ابراهيم: ١٠﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْلِهٖ مِنْ كِتٰبٍ ﴿العَنْكَبُوْتُ: ٤٨﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ
نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴿البَقَرَةُ: ٢٥٢﴾ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ﴿البَقَرَةُ: ٢١٨﴾ وَتَرْجُوْنَ
مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ﴿النِّسَاءُ: ١٠٤﴾ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ
﴿العَنْكَبُوْتُ: ٣٦﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ﴿البَقَرَةُ: ١٣٤﴾
وَجَعَلْنَا لَهٗ نُوْرًا يَّمْشِيْ بِهٖ فِي النَّاسِ ﴿الأَنْعَامُ: ١٢٢﴾ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُ الطَّعَامَ
وَيَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ ﴿الفُرْقَانُ: ٧﴾ وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ﴿الإِنْسَانُ: ٢١﴾ وَتَضْحَكُوْنَ
وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿النَّجْمُ: ٦٠﴾ قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ﴿البَقَرَةُ: ٩٣﴾ أي: قاله بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ.
اٰلْئٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿يُوْنُسُ: ٩١﴾ وَّلَآ اَعْصِيْ لَكَ اَمْرً
﴿الْكَهْفُ: ٦٩﴾ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ ﴿التَّحْرِيْمُ: ٦﴾ هم الملائكة. قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ
عَصَوْنِيْ ﴿نُوْحٌ: ٢١﴾ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا ﴿ق: ٦﴾ رَبِّ ابْنِ لِيْ
عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ﴿التَّحْرِيْمُ: ١١﴾ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ
الْكَبِيْرُ ﴿البُرُوْجُ: ١١﴾ وَّجَعَلْنَا الْاَنْهٰرَ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمْ ﴿الأَنْعَامُ: ٦﴾ وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ
الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى ﴿البَقَرَةُ: ١٢٠﴾ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴿المَائِدَةُ: ٣﴾ رَضِيَ
اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿المَائِدَةُ: ١١٩﴾ أي: رضي الله عن صَحَابَةِ
رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ

رَبَّهٗ ﴿البَيِّنَة:٨﴾ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ﴿التَّوْبَة:٣٨﴾ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ ﴿التَّوْبَة:٩٦﴾ وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴿الزُّمَر:٧﴾ لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿الفَتْح:١٨﴾ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَآءِ ﴿آل عمران:٥﴾ فَالْيَوْمَ نَنْسٰهُمْ كَمَا نَسُوْا لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هٰذَا ﴿الأَعْرَاف:٥١﴾ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ﴿الأَعْرَاف:٥٣﴾ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ ﴿النَّصْر:٢﴾ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ﴿الصَّافَّات: ١٠٢﴾ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ﴿الجُمْعَة:٩﴾ أي: اذهبوا إلى المسجد لصلاة الجُمْعَةِ. وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ﴿القَصَص:٧٧﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ۚ اِنَّا نَسِيْنٰكُمْ ﴿السَّجْدَة:١٤﴾ اَلْيَوْمَ نَنْسٰكُمْ كَمَا نَسِيْتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ﴿الجَاثِيَة:٣٤﴾ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿ص:٢٦﴾ فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ ﴿التَّوْبَة:١٠٥﴾ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ ﴿البَقَرَة:١٥٠﴾ اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ﴿آلُ عِمْرَانَ:١٧٣﴾

২য় অধ্যায়ে পঠিত হাদিসসমূহ

[১১] عن بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندَ دخولِ السوقِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ خَيْرَ هَذِهِ السوقِ. (الدُّعَاءُ لِلطَّبَرَانِيْ: ٧٩٥)

[١٢] عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ. (صحيح البخاري: ٣٣٢٢)

[١٣] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المُصيبة: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. (صحيح البخاري: ٢٧٣٠)

[١٤] أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالت: قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهمَّ إِنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقبَّلًا (اِبْنُ مَاجَهْ: ٩٢٥)

[١٥] شَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في دعائه: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا (أَحْمَدُ: ١٧١٣٣)

[١٦] عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَعْدَ الصَلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِكَ (التِّرْمِذِيُّ: ٣٤١٩)

[١٧] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيِّ: ٤٧٩٥) غريب: الذي لا يعرفه أحدٌ.

[١٨] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلّهِ بَنَى اللّهُ لَه بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. (رواه ابن ماجه:٧٣٨)

২য় অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট

حَـيَّ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ

عبد الله المسعود

[اَلْبَابُ الثَّالِثُ]



Nurul Quran Academy
www.nlquran.net

শুরুর আগে

ভাবুন, একজন ভ্রমণকারী দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। শুরুতে পথ ছিল সহজ ও মসৃণ। চারপাশে ছিল দৃষ্টিনন্দন ও নয়ানাভিরাম সবুজ মাঠ আর স্নিগ্ধ বাতাস। ফলে পথ চলতে তাকে তেমন একটা বেগ পেতে হচ্ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে কঠিন ও অমসৃণ পথে পৌঁছল। চারপাশে পাথর, কাঁটা আর উঁচুনিচু বাধা। তখন অনেকেই হয়তো থেমে যাবে, ফিরে যাবে, অথবা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে। কিন্তু যে ভ্রমণকারী সাহস না হারিয়ে ধৈর্য ধরে এগিয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত সেই পৌঁছতে পারবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে।

আপনিও সেই ভ্রমণকারীর মতো। আপনি ইতিমধ্যেই নিজের সাথে লড়াই করে এবং নানান রকমের বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে কুরআনের ভাষা শিক্ষা করার ক্ষেত্রে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছেন এবং এখন তৃতীয় অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছেন আলহামদুলিল্লাহ। হয়তো মনে হতে পারে—পথ কঠিন, পাঠ জটিল, অগ্রগতি ধীর। কিন্তু যদি প্রথম অধ্যায় শুরু করার সময়কালের সাথে আপনার এখনকার অবস্থাকে তুলনা করেন, তাহলেই বুঝবেন, ইতিমধ্যেই অনেক বড়সড় পরিবর্তন ঘটে গেছে। এমন অনেক কিছুই আপনি এখন জানেন, যা আগে জানতেন না। আরবীভাষার ও কুরআনের আয়াতের অনেক কিছুই এখন বুঝতে পারেন, যা আগে বুঝতেন না। এই অর্জনটুকু কিন্তু মোটেও সামান্য নয়।

মনে রাখবেন, জ্ঞানের পথ সবসময় মসৃণ নাও হতে পারে। বরং মাঝে মাঝে এটি কঠিন মনে হবে। কোনো কোনো সময়ে হয়তো হাল ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করবে। কিন্তু আপনি যদি সেই মুহূর্তে হতাশাকে ছুঁড়ে ফেলে সুদৃঢ় থাকেন, দাঁত কামড়ে নিজেকে ইলম অর্জনের পথে অবিচল রাখেন, তবে সফলতার দরজা আপনার জন্য খুলে যাবে। ভুলবেন না—**যে হাল ছাড়ে, সে থেমে যায়; আর যে অবিচল থাকে, সে-ই গন্তব্যে পৌঁছায়।**

কখনোই মনোবল হারাবেন না। একবার পড়ে গেলে আবার উঠে দাঁড়ান;আবার পড়ে গেলে আবারও উঠে দাঁড়ান। শিশু যেভাবে হাঁটতে গিয়ে বারবার পড়েও উঠে দাঁড়ায় এবং এভাবেই একদিন সে হাঁটতে শিখে ফেলে, আপনিও ক্রমাগত চেষ্টার ভেতর দিয়ে একদিন আল্লাহর কালাম বুঝতে সক্ষম হবেন ইনশাআল্লাহ। তাই সাহস নিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন। কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য খুব বেশি দূরে নয়।

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন,

أَخِيْ لَنْ تَنَالَ الْعِلْمَ إِلَّا بِسِتَّةٍ + سَأُنْبِيْكَ عَنْ تَفْصِيْلِهَا بِبَيَانِ
ذَكَاءٌ، وَحِرْصٌ، وَاجْتِهَادٌ، وبُلْغَةٌ + وَصُحْبَةُ أُسْتَاذٍ، وَطُوْلُ زَمَانِ

হে আমার ভাই, জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয় ছয়টি জিনিস ছাড়া,
আমি তোমাকে স্পষ্টভাবে তা বলে দিচ্ছি।
তা হলো— বুদ্ধিমত্তা, আগ্রহ, পরিশ্রম, প্রয়োজনীয় রসদ,
উস্তাদের সান্নিধ্য আর দীর্ঘ সময়।

১ম পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

الدَّرْسُ (ن)	অধ্যয়ন করা, পড়াশুনা করা	الرَّحْمَةُ (س)	দয়া করা
الهِدَايَةُ (ض) [هَدَي-يَهْدِيْ]	হিদায়াত করা, পথ দেখানো	الجَمْعُ (ف)	একত্রিত করা, জমা করা
اللِّقَاءُ (س) [لَقِيَ-يَلْقَى]	সাক্ষাত হওয়া, দেখা করা	دَمٌ [دِمَاءٌ]	রক্ত
شِفَاءٌ	চিকিৎসা/ আরোগ্য	عُمُرٌ	বয়স, জীবন
طَاعَةٌ	আনুগত্য	العَفَافُ	সচ্চরিত্র
مِرْحَاضٌ	টয়লেট	خَبِيْثٌ-خَبِيْثَةٌ [خُبُثٌ-خَبَائِثُ]	খারাপ-খবিস জিন

الله يدعوكم إلى الجنة والشيطان يدعوكم إلى النار.

دعانا رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الخير.

أيها الإِنْسَانُ! لا تدع مع الله أَحَدًا.

دعا خالد صديقه إلى بَيْته، فَجَاءه صديقه.

سأل صديق خالدٍ: لِماذا دَعوتَني يا خالد؟ قال خالد: دعوتك لأقرأ معك في غرفتي.

يغفر الله لعبده/يعفو الله عن عبده.

اللهم اغفر لي/اللهم اعف عني.

أنا أرجو أنَّ اللهَ يعفو عن ذنبي، لأني تبت إليه من القلب الخالص.

نحن نأمر الناس بالمعروف وننهاهم عن الفحشاء والمنكر.

حضر هذا الولد في الدرس كلَّ يوم، لكنَّه نسي ما حفظ، لأنه تلميذ غبي.

بكى أبو ماجد على موت أمها بكاءً كثيرا.

خرج الدم من يد هذا الرجل وخرج الدمع من عين ذلك.

يجري الماء الكثير في النهر.

أيها الناس! اقرؤوا القرآن؛ فإن فيه شفاءً لقلوبكم.

إنّ عمرَكم سيفنى، وهذه الأموال التي تجمعونها في الدنيا لا تبقى.

يا ربِّ! ارحمني ولا تجعلني من أهل النار يومَ القيامة.

إِلٰى نُوْرِ الْحَدِيْثِ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه:

[١٩] اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي وَارْحَمْنِي وَاهْدِني وَارْزُقْنِي (صحيح مسلم: ٢٦٩٦)

[٢٠] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أسألُكَ الهُدٰى، والتُّقٰى، وَالعَفَافَ، والغِنٰى.[٣٩] (الترمذي: ٣٤٨٩)

[٢١] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ. (صحيح البخاري: ١٣٧٧)

[٢٢] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أسألُكَ خَيْرَ هَذَا اليَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ، وأعُوذُ بِكَ مِنْ شَر ما فِيهِ وَشَرِّ ما بَعْدَهُ (سنن أبي داود: ٥٠٨٤)

[٢٣] وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل دخولِ المِرْحَاضِ: **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ** بِكَ مِن الخبُثِ وَالخبَائِثِ. (سنن الترمذي: ٦٠٦)

---

[৩৭] হিদায়াত = الهُدٰى, তাকওয়া = التُّقٰى, প্রাচুর্য/ঐশ্বর্য/ধনাঢ্য = الغِنٰى

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. আমি এই মাদরাসায় অধ্যয়ন করি।

২. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে দয়া করবেন এই বিপদের মধ্যে।

৩. হে ব্যবসায়ী, তুমি আখিরাতকে ভুলে গেছো এবং দুনিয়ার জন্য সম্পদ জমা করছ?

৪. আমি আশা করি যে আল্লাহ এই মুজাহিদের রক্ত কবুল করবেন।

৫. নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াত করবেন, কেননা আমরা তাকে ডেকেছি।

৬. তোমার জীবন একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তুমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। তাই তাকে ভয় করো।

৭. হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রাচুর্য ও উপকারী ইলম প্রার্থনা করছি।

৮. হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে খারাপ জিন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

৯. তুমি মধু পান করো। নিশ্চয়ই তার মধ্যে আরোগ্য আছে।

১০. আল্লাহ আমাদেরকে নেক আমলের আদেশ দিয়েছে।

২. নিচের আরবী বাক্যগুলোকে বাংলাতে অনুবাদ করুন-

أعرف الذي ذهب إلى أبي.

يسجد المشركون للذي لم يخلقهم، لأنهم لا يعرفون من خلقهم.

من ينجح في حياته؟ ينجح في حياته من يصدق دائما ولا يكذب أبدا.

لم يضرب راشدٌ الذي أكل فاكهته.

هدى الله زينبَ، لأنها دعت الله للهدايةِ.

৩. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করুন-

المرحاض - دم - دمع - يعفو

১ম পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

المَلْأُ (ف)	ভরা, পরিপূর্ণ করা		وَطَنٌ	স্বদেশ
الحَمْلُ (ض)	বহন করা		آخَرُ	অন্য
سِلَاحٌ	অস্ত্র		كَبْشٌ	দুম্বা
سِكِّيْنٌ	ছুরি		البَعْثُ (ف)	পাঠানো, প্রেরণ করা
الطَّرْدُ (ن)	তাড়ানো		مِلَّةٌ [مِلَلٌ]	জাতি
شَرٌّ	অকল্যাণ		اِمْتِحَانٌ	পরীক্ষা
ضِيْقٌ	সংকীর্ণতা, অপ্রশস্ততা		فَقْرٌ	দারিদ্র, দরিদ্রতা

كان إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام نبيَّ الله وخليله، وكان له ولد اسمه إسماعيل. أمر الله إِبْرَاهِيْمَ أن يذبح ولدَه إسماعيلَ، فأخذ سكينا ليذبحه لوجه الله وطاعته، وكان هذا امتحان له من رب العالمين، فبعث الله كبشا من الجنة وقال له: اذبح هذا ولا تذبح ولدك إسماعيل، لأنك نجحت في هذا الامتحان.

يا طالبَ العلم! املأ قلبك بنور العلم.

اللّٰهُم املأ قلبي بنور الإيمان.

يملأ بطنَ الإِنْسَانِ ترابُ القبر، ولا يملأه شيءٌ آخرُ.

أيها المجاهد! احمل سلاحك واطرد العدو من أرض الإسلام والمسلمين.

لا تطرد الفقير والمسكين من بابك.

مُبْدَلٌ مِنْهُ-بَدَلٌ/مُبْدَلٌ: أخوك راشدٌ تلميذ المدرسة - إنّ أخاك راشدًا تلميذ المدرسة - عند أخيك راشدٍ كتاب جميل. نبيُّ الله إِبْرَاهِيْمُ أبو الملة - إنَّ نبيَّ الله إِبْرَاهِيْمَ أبونا - لنبيِّ الله إِبْرَاهِيْمَ ولد اسمه إسماعيل.

جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ: رَحِمَه اللّه! حَفِظَه اللّه! رَحِمَك اللّه يا خالد! زَادَهُ اللّه عِلْمًا نَافِعًا! نَفَعَ اللّهُ بِكَ الْأُمَّةَ الْمُسْلِمَةَ! غَفَرَ اللّهُ لَهُمْ! عَفَى اللّهُ عَنْه! رَزَقَكَ اللّهُ رِزْقًا حَلَالًا وَعَمَلًا صَالِحًا! عَاشَ وَطَنُنَا الْعَزِيْزُ! مَلَأَ اللّهُ قَلْبَكَ بِالنُّوْرِ!

إِلٰى نُوْرِ الْحَدِيْثِ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه:

[٢٤] اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَضِيْقِ يَوْمِ القِيامَةِ. (سنن أبي داود : ٥٠٨٥)

[٢٥] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (سنن النسائي: ١٣٤٧)

[٢٦] اللَّهُمَّ إِني أعوذُ بِكَ مِنْ شَرّ قَلْبِيْ. (سنن أبي داود : ١٥٥١)

[٢٧] اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ ما عَمِلْتُ، وَشَرِّ ما لَمْ أَعْمَلْ. (صحيح مسلم : ٢٧١٦)

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. আমি আমার সাথে একটি ছুরি বহন করেছি গরু জবাই করার জন্য

২. হে মুজাহিদ, তুমি কি নিজের সাথে অস্ত্র বহন করো? হ্যা, আমি নিজের সাথে অস্ত্র বহন করি।

৩. তোমাদের জাতির পিতা কে? ইবরাহীম আ. আমাদের জাতির পিতা।

৪. হে ছেলে, তুমি কুরআন তিলাওয়াত করো এবং তোমার অন্তরকে ঈমানের নূর দ্বারা পূর্ণ করো।

৫. আল্লাহ আমাদের ওপর দয়া করবেন; কেননা আমরা দরিদ্রদের ওপর দয়া করি।

৬. হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই।

২. নিচের অশুদ্ধ বাক্যগুলোকে শুদ্ধ করুন-

اقرأ القرآن، فإنَّ فيه نورٌ

إنَّ تنهى الصلاة عن الفحشاء

১ম পাঠ

৩য় পরিচ্ছেদ

المُضَاعَفُ[৩৮] مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ			
الرَّدُّ (ن) {ر-د-د} ফিরিয়ে দেওয়া / প্রত্যাখ্যান করা [رَدَّ- يَرُدُّ- رُدَّ- لَا تَرُدَّ]			
সে ফিরিয়ে দিয়েছে তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ আমি ফিরিয়ে দিয়েছি	رَدَّ – رَدَّتْ رَدَدْتَ – رَدَدْتِ رَدَدْتُ	তারা ফিরিয়ে দিয়েছে তোমরা ফিরিয়ে দিয়েছ আমরা ফিরিয়ে দিয়েছি	رَدُّوْا – رَدَدْنَ رَدَدْتُمْ – رَدَدْتُنَّ رَدَدْنَا
সে ফিরিয়ে দেয়-দিচ্ছে, দিবে তুমি ফিরিয়ে দাও-দিচ্ছ, দিবে আমি ফিরিয়ে দেই-দিচ্ছি, দিব	يَرُدُّ – تَرُدُّ تَرُدُّ – تَرُدِّيْنَ أَرُدُّ	তারা ফিরিয়ে দেয়-দিচ্ছে, দিবে তোমরা ফিরিয়ে দাও-দিচ্ছ, দিবে আমরা ফিরিয়ে দেই-দিচ্ছি, দিব	يَرُدُّوْنَ – يَرْدُدْنَ تَرُدُّوْنَ – تَرْدُدْنَ نَرُدُّ
তুমি ফিরিয়ে দাও তুমি ফিরিয়ে দিয়ো না	رُدَّ – رُدِّيْ لا تَرُدَّ – لا تَرُدِّيْ	তোমরা ফিরিয়ে দাও তোমরা ফিরিয়ে দিয়ো না	رُدُّوْا – اُرْدُدْنَ لا تَرُدُّوْا – لا تَرْدُدْنَ

উপরের অনুকরণে সরফে কাবীরের সীগাহগুলো তৈরি করে পড়ুন-

الصَّدُّ (ن)	বিরত রাখা, বাধা দেওয়া	صَدَّ – يَصُدُّ – صُدَّ – لا تَصُدَّ
المَدُّ (ن)	প্রসারিত করা, লম্বা করা	مَدَّ – يَمُدُّ – مُدَّ – لا تَمُدَّ
المَرُّ/المُرُوْرُ بـ (ن)	অতিবাহিত হওয়া, অতিক্রম করা	مَرَّ – يَمُرُّ – مُرَّ – لا تَمُرَّ

[৩৮] মাদ্দা বা মূল তিন হরফে এক জাতীয় দুই হরফ হলে তাকে সরফের পরিভাষায় মুদ্বাআফ (مُضَاعَفٌ) বলে।

الصَّبُّ (ن)	ঢেলে দেওয়া	صَبَّ – يَصُبُّ – صُبَّ – لا تَصُبَّ
السَّبُّ (ن)	গালি দেওয়া	سَبَّ – يَسُبُّ – سُبَّ – لا تَسُبَّ
الضَّرُّ (ن)	ক্ষতি করা	ضَرَّ – يَضُرُّ – ضُرَّ – لا تَضُرَّ
الظَّنُّ (ن)	ধারণা করা	ظَنَّ – يَظُنُّ – ظُنَّ – لا تَظُنَّ
المَسُّ (ن)	ছোঁয়া, স্পর্শ করা	مَسَّ – يَمُسُّ – مُسَّ – لا تَمُسَّ

مرَّ هذا التلميذ الذكي بمدرسته.

يمدَّ راشد يدَه إلى السماء بعد الصلاة ويقول: اللهم إني أسألك العفو.

يا ولد! لا تسب أحدا أبدا، لأن السبّ كبيرة من الكبائر.[৩৯]

الذين يصدُّون الناسَ عن دين الله في الدنيا يلقَون عذاب الله في الآخرة.

المسلم لا يمس القرآن بغير وضوء، لأنه غير جائزٍ.

يا بلال! ظننتُ أنك تاجر كبير، فرجوت منك الصَّدَقَةَ للفقراء.

ظنّ راشدٌ أنَّ أباه مات، فبكى بكاءً كثيرًا.

يا أخي! لن يضُرَّك أحدٌ في هذه القرية، لأنّ الناس فيها صالحون.

أيها التلاميذ! لا تقرؤوا الكتاب الذي يضرُّكم.

قالت زينب: أنا صببتُ الماء على الأشجار في حديقة المنزل.

[৩৯] কবিরা গুনাহগুলো থেকে একটি কবিরা গুনাহ

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

لِمَ تَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ﴿آلُ عِمْرَانَ : ٩٩﴾

وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ ﴿الرَّعْدُ : ٣﴾

وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿فُصِّلَتْ : ٢٢﴾

إِلٰى نُوْرِ الْحَدِيْثِ

[٢٨] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي (صحيح البخاري: ٣٦٧٣)

[٢٩] عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ أَنَّ النبيَّ صَلّٰى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ في الدعاء: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ، فَإِنَّه لَا يَمْلِكُهَا إِلَّا أَنْتَ. (المعجم الكبير: ١٠٣٧٩)

অনুশীলনী

১. বাংলা শব্দগুলো আরবী করুন-

আমি বিরত রাখব – তুমি প্রসারিত করো না – সে অতিবাহিত হয়েছে – তুমি ঢেলে দিবে – তোমরা গালি দিয়ো না – তুমি ক্ষতি করো না – আমি ধারণা করেছি – তোমরা স্পর্শ করো – তোমরা বিরত রাখবে – আমরা ক্ষতি করব – তুমি ধারণা করো না – আমি স্পর্শ করেছি

২. আরবী শব্দগুলো দ্রুত পড়ুন ও অনুবাদ করুন-

– مُدِّيْ – لا تَمُسَّ – يَصُدُّوْنَ – صُبُّوْا – أُمْرُرْنَ – أَسُبُّ – ضَرَرْتَ – نَظُنُّ

لا تَمُسُّوْا – صَبَّتْ – نَظُنُّ – ضَرَرْتُمْ – تَسُبُّوْنَ – تَمُرِّيْنَ – لا تَمُسِّيْ

৩. নিচের আরবী প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর বলুন-

١. ماذا يمدَّ راشد إلى السماء وماذا يقول؟

٢. لماذا لا نسب أحدا؟

٣. ماذا يلقى الذين يصدُّون الناسَ عن دين الله في الآخرة؟

٤. هل تقرأ الكتاب الذي يضرُّك؟

٥. أين صبت زينب الماء؟

৪. নিচের আরবী বাক্যগুলোতে হারাকাত দিয়ে অনুবাদ করুন-

١. لن يمسّوا ماءَ هذا النهر، لأنه حارٌّ جدا.

٢. لا تأكل الطعام الفاسد، لأنه يضرُّك.

٣. اللهم صُبَّ في قلبي نورَ الإيمان.

٤. لن يذوب هؤلاء الأولاد أمام الباطل، لأنهم مؤمنون صالحون.

٥. إنّ الحديد يذوب في النار.

৫. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. আমার বাবা একটি বড় বাগানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, এটি খুবই সুন্দর।

২. হে লোক, দুনিয়াতে কোন কিছু তোমাকে ক্ষতি করবে না। কেননা আল্লাহ তোমাকে হেফাজত করবেন।

৩. খালেদ লোকটিকে স্পর্শ করেছে এবং বুঝেছে যে সে অত্যন্ত অসুস্থ।

৪. আমি কিছুতেই এই খাবারটি স্পর্শ করব না। কেননা তা টক।

৫. তুমি আল্লাহর কাছে তওবা করো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না।

৬. আমি ধারণা করেছি যে, ফাতেমা একজন দক্ষ শিক্ষিকা।

৭. তোমরা কি ধারণা করো যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাদেরকে সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না? না, আমরা তা ধারণা করি না।

৮. এই দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। তা আর ফিরে আসবে না।

২য় পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

الْغِيَابُ/الْغَيْبُوْبَةُ عن (ض)	গায়েব/অদৃশ্য হওয়া, অনুপস্থিত থাকা	القَبُوْلُ (س)	কবুল করা, গ্রহণ করা
الزَّوَالُ (ن)	দূর হওয়া, নিশ্চিহ্ন হওয়া	العَدْلُ (ض)	ন্যায়পরায়ণ হওয়া, ইনসাফ করা
سِحْرٌ	জাদু	سَاحِرٌ	জাদুকর

إِذْ	حِيْنَ/حِيْنَمَا	إِذَا	عِنْدَمَا	لَمَّا	যখন

إذا دخلتَ المسجدَ فَقُلْ: اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. (ابن ماجه: ٧٧٢)

إذا خرجتَ من المسجد فَقُلْ: اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. (ابن ماجه: ٧٧٢)

إذا أكلتم فلا تأكلوا بالشمال، بل كلوا باليمين.

إذا جاء رجل فقير على بابك فلا تطرده.

إذا مات الإِنْسَانُ غاب عنه أهله وماله وبقي عنده عمله في الدنيا.

غاب راشد عن المدرس اليوم، لأنه مريض جدا.

عندما يتلو أحد القرآن يرضى الله عنه.

عندما تسمع نصيحة المعلم تنجح في حياتك.

عندما تدعو الله بقلب خالص يقبل الله دعائك.

عندما ذهب نبينا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم من مكةَ إلى المدينة المنورة نصره أهل المدينة بأنفسهم وأموالهم.

يا أخي! لمَّا دعوتَني ما كنتُ في البيت، ولهذا لم أسمع كلامك.

لما غضبتُ غضبا شديدا جلستُ على الأرض، فزال مني الغضب.

لما خاطت أمي قميصا جديدا لبسته.

إن التلميذ ينجح في الامتحان حين/حينما يسعى له.

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوْا ﴿الأَنْعَامُ : ١٥٢﴾

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا إِلَّآ إِبْلِيْسَ ﴿البَقَرَةُ: ٣٤﴾

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ ﴿آلُ عِمْرَانَ : ١٣٥﴾

قَالَ مُوْسٰٓى اَتَقُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ اَسِحْرٌ هٰذَا ﴿يُوْنُسُ : ٧٧﴾

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ﴿السَّجْدَةُ : ٢٤﴾ «مِنْهُمْ» يعني: من بني إسرائيل.

وَاَيُّوْبَ إِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿الأَنْبِيَاءُ : ٨٣﴾ الضرُّ في هذه الآية يعني: المرض.

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ﴿مُحَمَّدٌ : ٣٤﴾

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿الشُّوْرٰى: ٢٥﴾

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. হে খালেদ, তুমি কেন আজকে মাদরাসায় অনুপস্থিত ছিলে?
২. যখন আমার বাবা শহর থেকে ফিরবেন, আমি তার সাথে বাজারে যাব।
৩. যখন তোমরা কেঁদেছ, তখন আমরা তোমাদের কাছে ছিলাম না।
৪. আল্লাহ তোমাদেরকে দয়া করুন! কেননা তোমরা আমাদেরকে সাহায্য করেছ।
৫. আমার ভাই এই অস্ত্রটি বহন করেছে জিহাদে যাওয়ার জন্য।

২য় পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

المُضَاعَفُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ			
الضَّلَالَةُ (ض) {ض-ل-ل} পথভ্রষ্ট/পথহারা হওয়া [ضَلَّ - يَضِلُّ - ضِلَّ - لَا تَضِلَّ]			
সে পথভ্রষ্ট হয়েছে তুমি পথভ্রষ্ট হয়েছ আমি পথভ্রষ্ট হয়েছি	ضَلَّ – ضَلَّتْ ضَلَلْتَ – ضَلَلْتِ ضَلَلْتُ	তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়েছ আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছি	ضَلُّوْا – ضَلَلْنَ ضَلَلْتُمْ – ضَلَلْتُنَّ ضَلَلْنَا
সে পথভ্রষ্ট হয়-হচ্ছে, হবে তুমি পথভ্রষ্ট হও-হচ্ছ, হবে আমি পথভ্রষ্ট হই-হচ্ছি, হব	يَضِلُّ – تَضِلُّ تَضِلُّ – تَضِلِّيْنَ أَضِلُّ	তারা পথভ্রষ্ট হয়-হচ্ছে, হবে তোমরা পথভ্রষ্ট হও-হচ্ছ, হবে আমরা পথভ্রষ্ট হই-হচ্ছি, হব	يَضِلُّوْنَ – يَضْلِلْنَ تَضِلُّوْنَ – تَضْلِلْنَ نَضِلُّ
তুমি পথভ্রষ্ট হও তুমি পথভ্রষ্ট হয়ো না	ضِلَّ – ضِلِّيْ لا تَضِلَّ – لا تَضِلِّيْ	তোমরা পথভ্রষ্ট হও তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না	ضِلُّوْا – اِضْلِلْنَ لا تَضِلُّوْا – لا تَضْلِلْنَ

উপরের অনুকরণে সরফে কাবীরের সীগাহগুলো তৈরি করে পড়ুন-

التَّمَامُ (ض)	পরিপূর্ণ হওয়া	تَمَّ – يَتِمُّ – تِمَّ – لا تَتِمَّ
الفَرُّ / الْفِرَارُ (ض)	পলায়ন করা	فَرَّ – يَفِرُّ – فِرَّ – لا تَفِرَّ
القِلَّةُ (ض)	কম হওয়া (স্বল্পতা)	قَلَّ – يَقِلُّ – قِلَّ – لا تَقِلَّ

১২তম পাঠ

১ম পরিচ্ছেদ

الإِغْنَاءُ عن	সম্পদশালী করা, অমুখাপেক্ষী বানানো, কাজে আসা		الْإِذْنُ ل (س)	অনুমতি দেওয়া
القَصْمُ (ض)	ধ্বংস করা, ভেঙ্গে ফেলা		الإِنْشَاءُ	সৃষ্টি করা, বানানো, রচনা করা, বেড়ে ওঠা
الْمَدْحُ (ف)	প্রশংসা করা		بِالْأَمْسِ	গতকাল
فِئَةٌ	দল		نَقِيْبٌ	নেতা, সরদার

كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ	كَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ
كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ؟ তোমার কাছে কয়টি/কতটি বই আছে?	كَمْ مِنْ كِتَابٍ قَرَأْتُ! আমি কত বই পড়েছি! / আমি অনেক বই পড়েছি
كَمْ بَيْتًا فِيْ هذِهِ الْقَرْيَةِ؟ এই গ্রামে কয়টি/কতটি ঘর আছে?	كَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكَهَا اللّٰهُ! আল্লাহ কত/অনেক গ্রাম ধ্বংস করেছেন!

كم صلاةً على المسلم في يوم واحد؟ خمس صلوات على المسلم في يوم واحد.

كم سنة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ثلاث عشرة سنة.

كم طائرا صاد راشد من الغابة؟ صاد راشد من الغابة تسع طُيُوْرٍ.

كم يوما كان في الشهر الماضي؟ كان في الشهر الماضي تسعة وعشرون يوما.

كم رجلا دخل في الإسلام بدعوتك؟ دخل في الإسلام بدعوتي أربعة رجال.

كم ساعة تستريح في اليوم؟ أستريح في اليوم عشر ساعات.

كم من مرَّةٍ اغتسلت في هذا النهر!

كم من مسئلةٍ اختلف فيها العلماء في الشريعة الإسلامية!

كم من إنسانٍ صالحٍ يستغفر الله في آخر الليل!

كم من امرأةٍ تستطيع أن تفهم القرآن، لأنها تعلمت اللغة العربية.

أذنت لراشدٍ بدخول غرفتي/أن يدخل غرفتي.

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿النَّجْمُ: ٢٦﴾

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿الأَنْبِيَاءُ: ١١﴾

كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ﴿البَقَرَةُ: ٢٤٩﴾

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. তুমি কতজন মানুষকে খাবার দিয়েছ? আমি ৩৫ জন মানুষকে খাবার দিয়েছি।

২. যাইনাব কতজন মেয়েকে কুরআন শিখিয়েছে? সে ৯৯ জন মেয়েকে কুরআন শিখিয়েছে।

৩. তোমাদের কাছে কতটি রুমাল আছে? আমাদের কাছে ৫৩টি রুমাল আছে।

৪. ২৪ জন মুজাহিদ ৪৮টি তলোয়ার নিয়েছে ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

৫. আমরা কতো উপকৃত হয়েছি এই বইটির মাধ্যমে!

২. নিচের বাক্যগুলোতে সঠিকভাবে হারাকাত যুক্ত করে বাংলায় অনুবাদ করুন-

١. كم من فقير استطعمني فأعطيته الطعام.

٢. كم من إنسانٍ ضلَّ بعد هدايتِهم.

১২তম পাঠ

২য় পরিচ্ছেদ

فِعْلُ الْمَدْحِ (প্রশংসাবাচক ক্রিয়া)	
نِعْمَ الرَّجُلُ رَاشِدٌ	রাশেদ কতই না উত্তম লোক!
نِعْمَ الصَّدِيقُ خَالِدٌ	খালেদ কতই না ভালো বন্ধু!
نِعْمَ الْمُعَلِّمُ أَنْتَ	তুমি কতই না ভালো শিক্ষক!
حَبَّذَا الصِّدْقُ	সত্যবাদিতা কতই না ভালো!
فِعْلُ الذَّمِّ (নিন্দাবাচক ক্রিয়া)	
بِئْسَ الرَّجُلُ الكَذَّابُ	মিথ্যাবাদী কতই না নিকৃষ্ট ব্যক্তি!
بِئْسَ الصَّدِيقُ المُذْنِبُ	পাপী কতই না খারাপ বন্ধু!
بِئْسَ الطَّرِيقُ طَرِيقُ جَهنَّمَ	জাহান্নামের পথ কতই না খারাপ পথ!
سَاءَ فِعْلُ المُنَافِقِ	মুনাফিকের কাজ কতই না নিন্দনীয়!
سَاءَ مَا يَفْعَلُوْنَ	তারা যা করে, তা কতই না খারাপ!

রঙের নামগুলো[৫৯] মুখস্ত করুন-

সাদা	أَبْيَضُ - بَيْضَاءُ		কালো	أَسْوَدُ - سَوْدَاءُ
লাল	أَحْمَرُ - حَمْرَاءُ		নীল	أَزْرَقُ - زَرْقَاءُ
সবুজ	أَخْضَرُ - خَضْرَاءُ		হলুদ	أَصْفَرُ - صَفْرَاءُ

[৫৯] রঙের নাম সাধারণত ইসমুত তাফদ্বীলের ওজনে হয়, তবে এগুলো ইসমুত তাফদ্বীল নয়। ফলে এগুলো গাইর মুনসারিফ হয় এবং মুযাক্কার ও মুআন্নাসের রূপ আলাদা হয়। উল্লেখ্য যে, গাইর মুনসারিস শব্দ আল যুক্ত হলে বা মুদ্বাফ হলে যের আসতে আর বাধা থাকে না।

كتب ولد بشيرٍ آيةَ القرآنِ بقلمٍ أحمرَ / بالقلمِ الأحمرِ.

استقبلت هذه المرأة زوجها بزهرةٍ حمراءَ / بالزهرةِ الحمراءِ.

أنشأ عالمو هذه القرية مدرسةً جميلة بالحجرِ الأبيضِ ليدرس فيها أولاد المسلمين.

هل تأذن لي أن أدخل غرفتك وأتكلم معك؟ نعم، آذنُ لك أن تدخل غرفتي.

يريد هذا الرجل أن يسِيْحَ في البلد الذي فيه جبلٌ أسودُ وحديقةٌ خضراءُ.

رأيتُ طائرةً بيضاءَ تطير في السماءِ الزرقاءِ.

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿الأَنْفَالُ: ٤٠﴾

وَوَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿ص: ٣٠﴾ أَوَّابٌ: الذي يتوب مرةً بعد مرةٍ.

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿النَّحْلُ: ٣٠﴾

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿الجُمُعَةُ: ٥﴾

اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿الغَافِرُ: ٧٦﴾

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا ﴿الإِسْرَاءُ: ٣٢﴾

إِلٰى نُوْرِ الْحَدِيْثِ

[٨٣] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (رواه الترمذي: ٢٦٣٢) خِيَارٌ: جمع الخير.

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. রাশেদ কতোই না ভাল ব্যবসায়ী!

২. ফাতেমা কতোই না ভাল মা!

৩. যাইনাবের চাচা কতোই না ভাল সুপারিশকারী!

৪. কুরআন কতই না ভাল গ্রন্থ!

৫. জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট বাড়ি!

৬. মদ কতই না মন্দ পানীয়!

৭. এই সাদা পাখিটি একটি সবুজ গাছের উপর বসেছে।

৮. আমি একটি কালো কলম দিয়ে লিখেছি।

৯. আমি এই লাল ফলটি বিছানার উপর রেখেছি।

১০. হলুদ বাড়িটির সামনে আমরা একটি সাদা বল দিয়ে খেলেছি।

২. নিচের আরবী প্রশ্নগুলোর আরবীতে উত্তর বলুন-

١. بماذا كتب ولد بشيرٍ؟

٢. ماذا أنشأ عالمو القرية؟

٣. أين تطير طائرةٌ بيضاءُ؟

৩. সঠিক শব্দ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন-

١. أخذت زهرةً ..... من هذه الحديقة. (حمراءَ/أحمرَ)

٢. نفعتني هذه الحَبَّةُ ..... (السوداءُ/الأسودُ)

٣. وقعت وَرَقَةٌ ..... من هذه الشجرة. (خَضْرَاءٌ/ خَضْرَاءُ)

٤. أدخل راشد ألقرآن في غلافٍ ..... (أصفرٍ/أصفرَ)

১২তম পাঠ

৩য় পরিচ্ছেদ

مَصِيْرٌ	গন্তব্যস্থল		دَقِيْقَةٌ	মিনিট
اَلْقَبْضُ عَلى(ض)	আটক করা, কব্জা করা		لِسَانٌ	জিহ্বা, ভাষা
صَفْحَةٌ	পৃষ্ঠা		كَ (حرف الجرّ)	মত
شِعْرٌ [أَشْعَارٌ]	কবিতা		شَاعِرٌ [شُعَرَاءُ]	কবি

انتظر راشد صديقَه أمام المدرسة خمسا وخمسين دقيقةً.

لهذا الكتاب سبعون صفحة وفيه أكثر من ثلاث عشرة قصة.

اشترى محمود من عشرين دُكَّانا أكثر من خمسين كتابا بالأمس.

قبض أهل القرية على عشرين سارقا بالأمس.

قضى هذا المجاهد العظيم في المدينة المنورة ثمانيا وثلاثين سنة من عمره.

في القرآن الكريم مأة وأربع عشرة سورة.

سافر أبو ماجد إلى مكةَ المكرَّمةِ قبلَ ستٍّ وثلاثين سنةً.

حفظ هذا الطفلُ الذكيُّ القرآنَ كاملًا في اثنين وتسعين يوما.

علَّمت أم زينب أربعا وثمانين بنتا القرآن الكريم في أربعين يوما بطَرِيْقَةٍ سهلة.

أنشأ هذا الشاعر أشعارا كثيرا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال الامام أحمد بن حنبل رحمه الله:مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ مَاتَ عَلَى الْخَيْرِ كُلِّهِ. (سير أعلام النبلاء:١١/٢٩٦)

إِلٰى نُوْرِ الْقُرْآنِ

وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿التَّغَابُنُ: ١١﴾

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿إِبْرَاهِيْمُ: ٤﴾

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿السَّجْدَةُ: ٢٥﴾

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ ﴿الكَهْفُ: ٤٥﴾

وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿المُلْكُ: ٦﴾

إِلٰى نُوْرِ الْحَدِيْثِ

[٨٤] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو به في صَلَاتِي، قالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. (صحيح البخاري:٨٣٤)

[٨٥] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ علَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ في المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ. (أخرجه البخاري: ٦٦٨٢)

خُلَاصَةُ الدُّرُوْسِ الثَّلَاثَةِ السَّابِقَةِ

العَدَدُ وَالْمَعْدُوْدُ من ١ إلى ١٠٠٠

فِعْلُ الْمَدْحِ وفِعْلُ الذَّمِّ: نِعْمَ الرَّجُلُ خَالِدٌ / بِئْسَ الرَّجُلُ رَاشِدٌ.

كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ وكَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ: كَمْ كِتَابًا عِنْدَكَ؟ / كَمْ مِنْ كِتَابٍ قَرَأْتُ.

অনুশীলনী

১. নিচের বাংলা বাক্যগুলোকে আরবীতে অনুবাদ করুন-

১. তুমি আমার কাছে চাঁদের মত সুন্দর।

২. হে আমার বন্ধু, আমি তোমার জন্য ৪০ মিনিট অপেক্ষা করেছি। কিন্তু তুমি আসোনি।

৩. আমি তোমার জন্য একটি কবিতা রচনা করতে চাই।

৪. তুমি কি আমাকে তোমার ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিবে? হ্যা, আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।

৫. এই বইতে কয়টি পৃষ্ঠা আছে? তাতে ৬৫ পৃষ্ঠা আছে।

৬. জাহান্নাম কতোই না খারাপ গন্তব্যস্থল!

৭. কুরআন আরবীভাষায় নাযিল হয়েছে।

৮. এই রঙের নাম কী? এই রঙের নাম লাল।

৯. আমার শিক্ষক আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাই আমার দ্বারা এই বইটি লেখা সম্ভব হয়েছে।

১০. হে আমার শিক্ষক, আমার এই বাক্যটি শুদ্ধ করে দিন যদি আমি ভুল করি।

২. নিচের আরবী বাক্যগুলোকে বাংলাতে অনুবাদ করুন-

١. يعيش في هذه القرية الصغيرة ستون رجلا وثلاثون امرأة منذ عشرين سنة.

٢. إيَّاكَ أن تُضِيعَ أوقاتك الغالية في عملٍ لا ينفعك في الدنيا والآخرة.

٣. يسرُّني أن تنجح في هذا الامتحان الصعب.

٤. أخذ ثلاثون تلميذا ثلاثين كتابا من ثلاثين معلما.

٥. كانت أيام رمضانَ تسعة وعشرين يوما في هذه السنة.

২. নিচের আরবী শব্দগুলোর অর্থ বলুন-

لِسَانٌ - شِعْرٌ - أَخْضَرُ - فِئَةٌ - بِالْأَمْسِ - مَضْجَعٌ - مِيْقَاتٌ - حَبَّةٌ - دَاءٌ - عَيْبٌ - دَقِيْقٌ - خُلُقٌ - خَمْرٌ - خِنْزِيْرٌ -الْاِعْتِمَارُ

৪র্থ অধ্যায়ে পঠিত আয়াতসমূহ

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ الْبَنٰتِ سُبْحٰنَهٗ ۙ وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿النَّحْلُ : ٥٧﴾ فَمَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهٗ ﴿هُوْدٌ: ٦٣﴾ فَاِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ ﴿التَّوْبَةُ: ٣﴾ لَنُخْرِجَنَّكَ يٰشُعَيْبُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَآ ﴿الأعراف:٨٨﴾ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ ﴿نِسَاءٌ:١٨﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿المَائِدَةُ: ١٠﴾ لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا ﴿آلُ عِمْرَانَ :١٥٦﴾ قال المنافقون: لو لم يخرجوا إلى الجهاد ما ماتوا. فَمَنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿آلُ عِمْرَانَ: ٩٤﴾ وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ ﴿طه:٩﴾ وَقَالَ اِنِّيْ ذَاهِبٌ اِلٰى رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿الصَّفَّات:٩٩﴾ قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿المَائِدَةُ:١١٥﴾ «مُنَزِّلُهَا» أي: منزل المائدة، فيها طعام لذيذ. وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ ﴿الْأَنْعَامُ: ١١٤﴾ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ ﴿آلُ عِمْرَانَ :٨١﴾ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ؕ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿الْبَقَرَةُ: ٢٥٢﴾ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ۚ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿الْأَنْعَامُ: ٣٤﴾ «مُبَدِّلٌ» الذي يُبَدِّلُ. رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿إِبْرَاهِيْمُ: ٤٠﴾ «مُقِيْمٌ» الذي يُقِيْمُ. فَاسْتَغْفِرُوْهُ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ ؕ اِنَّ رَبِّيْ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ ﴿هُوْدٌ: ٦١﴾ «مُّجِيْبٌ» الذي يُجِيْبُ. اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿الْأَحْزَابُ: ٥٧﴾ «مُهِيْنٌ» الذي يُهِيْنُ. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿الْقَلَمُ: ٨﴾ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿التَّوْبَةُ: ٣٤﴾ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿التَّوْبَةُ: ١٥﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴿المَائِدَةُ: ٦﴾ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ خَيْرٌ

مِّنْهَا ﴿القَصَصُ: ٨٤﴾ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ ﴿الرَّعْدُ: ٢٣﴾ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿النِّسَاءُ:١٦٣﴾ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا ﴿الحُجُرَات: ١٢﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهٗ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ﴿الْكَهْفُ: ٣٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ؕ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿الْبَقَرَةُ: ١٤٦﴾ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿آلُ عِمْرَانَ: ٧٥﴾ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ ۖ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿آلُ عِمْرَانَ: ١٣٥﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ﴿النِّسَاءُ: ٦٩﴾ مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ ﴿النِّسَاءُ: ٨٠﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿ المَائِدَةُ: ٥٦﴾ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ ﴿الطَّلَاقُ: ٢﴾ اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ﴿الاِنْفِطَارُ:١﴾ اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿الاِنْشِقَاقُ:١﴾ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿القَمَرُ:١﴾ أي: إنّ الساعة لَتَقْتَرِبُ والقمرَ لَيَنْشَقُّ. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿الأعراف:١٢٤﴾ قاله فرعون للسَّاحِرِيْنَ الذين آمنوا بالله بعد أن رأوا مُعْجِزَةَ موسى عليه السلام. لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿يُوْنُس: ٦٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الضَّلٰلَةَ بِالْهُدٰى ﴿البَقَرَةُ: ١٦﴾ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ﴿الفتح: ١٧﴾ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا ﴿النِّسَاءُ: ١٤﴾ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ؕ ﴿الأَنْعَامُ :٥﴾ وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ﴿يَوْسُفُ :٥٧﴾ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿النُّوْرُ:٢١﴾ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ ۚ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿آلُ عِمْرَانَ: ٧٣﴾ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ﴿الإِسْرَاءُ: ٥٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ﴿الفَتْحُ: ١٠﴾ لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴿الفَتْحُ: ١٨﴾ قَالَ رَجُلٰنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمَا

ادْخُلُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَاِذَا دَخَلْتُمُوْهُ فَاِنَّكُمْ غٰلِبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿المَائِدَة: ٢٣﴾ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿هُوْد: ٣٨﴾ قاله نوح عليه السلام. فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿الرَّحْمٰن: ١٣﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿الرَّحْمٰن: ٢٢﴾ {منهما} يعني: من النهر والبحر. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا ﴿المَائِدَة: ٣٨﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ﴿الرَّحْمٰن: ٤٦﴾ فَاذْهَبَا بِاٰيٰتِنَآ ۖ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿الشُّعَرَاء: ١٥﴾ أي: اذهبا يا موسى وهارون! اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿البَقَرَة: ٢٢٩﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَآ اٰتَيْنٰهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ عَلَّمْنٰهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿الكَهْف: ٦٥﴾ وَ وَهَبْنَا لَهٗٓ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ جَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَ الْكِتٰبَ وَ اٰتَيْنٰهُ اَجْرَهٗ فِي الدُّنْيَا ۚ وَاِنَّهٗ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿العَنْكَبُوْت: ٢٧﴾ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ ۚ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ ﴿آلُ عِمْرَان: ٣٨﴾ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ﴿الشُّوْرى: ٤٩﴾ وَ اِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ اَنْۢبِيَآءَ وَ جَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖ وَّ اٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿المَائِدَة: ٢٠﴾ وَ اَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْاَرْضِ ؕ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ ﴿الرَّعْد: ١٧﴾ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴿الغَافِر: ١١﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿الأَعْرَاف: ١١٨﴾ وَ السَّمَآءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿الرَّحْمٰن: ٧﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿الْأَعْلى: ١٧﴾ وَ الْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ﴿الْبَقَرَة: ٢١٧﴾ اِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَ اَنْتَ اَحْكَمُ الْحٰكِمِيْنَ ﴿هُوْد: ٤٥﴾ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ﴿الزُّخْرُف: ٣٢﴾ يعني بالرحمة النبوةَ في هذه الآية. رَبُّكُمْ

اَعْلَمُ بِكُمْ ﴿الإِسْرَاءُ: ٥٤﴾ وَ مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖۤ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَ اَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿الإسراء: ٧٢﴾ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ﴿الكهف: ٣٤﴾ وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ﴿البقرة: ١٩١﴾ هٰۤؤُلَآءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا ﴿النساء: ٥١﴾ أي: قال بعض أهل الكتاب: مشركوا مكة أهدي من المؤمنين. اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هَاجَرُوْا وَ جٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ ۙ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ﴿التَّوْبَةُ: ٢٠﴾ اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ ﴿الجَاثِيَةُ: ١٢﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿الفُرْقَانُ: ٦٥﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ﴿الأَنْعَامُ: ٦٥﴾ صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿التَّوْبَةُ: ١٢٧﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْۤ اِلَيْهِ ۚ ﴿يُوْسُفُ: ٣٣﴾ وَ مَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيْثًا ﴿النِّسَاءُ: ٨٧﴾ وَ رَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ﴿الإسراء: ٥٥﴾ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ﴿الأَعْرَافُ: ٥٤﴾ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ ؕ ﴿الحِجْرُ: ٤٤﴾ أي: لجهنَّمَ. فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ. ﴿الطَّلَاقُ: ٤﴾ أي: عدة المرأة التي لا تحيض. فَسِيْحُوْا فِي الْاَرْضِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ ﴿التَّوْبَةُ: ١﴾ هذا الأمر للمشركين في العرب. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غٰفِلِيْنَ ﴿المُؤْمِنُوْنَ: ١٧﴾ طرائق جمع طريقة، وهي في هذه الآية بمعنى المَرْتَبَةِ والدَّرَجَةِ. وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ ﴿بني اسرائيل: ١٠١﴾ اِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِاَبِيْهِ يٰۤاَبَتِ اِنِّيْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴿يُوْسُفُ: ٤﴾ كَوْكَبٌ يعني: النجم. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ﴿التَّوْبَةُ: ٦٣﴾ وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۚ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيْبًا ﴿المَائِدَةُ: ١٢﴾ ميثاق: الوعد مع القسم. اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ ﴿التَّوْبَةُ: ٨٠﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَ الْمُنٰفِقٰتِ وَ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ ﴿التَّوْبَةُ: ٦٨﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿الأَنْفَالُ: ٦٤﴾

وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ، الَّذِيْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿الشُّعَرَاءُ:٢١٧-٢١٨﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ (البَقَرَةُ :٢٥٧) الطاغوت هو الصنم أو الشيطان (تفسير الجلالين).وَ وٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّ اَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ ﴿الأَعْرَافُ:١٤٢﴾ اِنَّ هٰذَآ اَخِيْ ۫ لَهٗ تِسْعٌ وَّ تِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّ لِيَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ ۫ ﴿ص:٢٣﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ ؕ اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ يَّغْلِبُوْٓا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ﴿الأَنْفَالُ:٦٥﴾ وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿النَّجْمُ:٢٦﴾ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَّاَنْشَاْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ﴿الأَنْبِيَاءُ:١١﴾ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ﴿البَقَرَةُ:٢٤٩﴾ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَوْلٰىكُمْ ؕ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿الأَنْفَالُ:٤٠﴾ وَ وَهَبْنَا لِدَاوٗدَ سُلَيْمٰنَ ؕ نِعْمَ الْعَبْدُ ؕ اِنَّهٗٓ اَوَّابٌ ﴿ص:٣٠﴾ أَوَّابٌ: الذي يتوب مرةً بعد مرةٍ. لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ ؕ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ ﴿النَّحْلُ:٣٠﴾ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿الجُمُعَةُ:٥﴾ اُدْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ﴿الغَافِرُ:٧٦﴾ وَ لَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَ سَآءَ سَبِيْلًا ﴿الإِسْرَاءُ:٣٢﴾ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ ؕ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿التَّغَابُنُ:١١﴾ وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿إِبْرَاهِيْمُ:٤﴾ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿السَّجْدَةُ:٢٥﴾ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ ﴿الكَهْفُ:٤٥﴾ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿المُلْكُ:٦﴾

৪র্থ অধ্যায়ে পঠিত হাদিসসমূহ

[৫০] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، إِنَّ الْكَذِبَ فُجُورٌ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ (مسلم: ٢٦٠٧)

[৫১] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. (رواه أحمد في مسنده: ٢٤٤٩٨)

[৫২] عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَار. (أخرجه البخاري: ٣٧٨٤)

[৫৩] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ. (رواه البخاري:٦١١)

[৫৪] عن حُذَيْفَةَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ. (رواه البخاري: ٦٠٥٦)

[৫৫] عَن أَبِي هُرَيرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قَالَ:اللهم آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. (صحيح مسلم: ٢٧٢٢)

[৫৬] عن الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. (أخرجه أبو داود: ٤٦٠٧)

[৫৭] عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَمَتَ نَجَا (أخرجه الترمذي:٢٥٠١)

[৫৮] عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ

الْأَعْمَالِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ، وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ. (رواه أبوداود: ٤٥٩٩)

[٥٩] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾ (رواه الترمذي: ٢٩٨٩)

[٦٠] عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (صحيح البخاري: ٥٥) يحتسبها يعني يطلب ثوابا من الله بالإنفاق على أهله.

[٦١] عَنْ أم الْمُؤْمِنِيْنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (رواه مسلم: ٩٦)

[٦٢] عن أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: اقْرَؤُوا القرْآنَ؛ فَإِنَّهُ يَأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ. (رواه مسلم:٨٠٤)

[٦٣] عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال، كان رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوقَ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكُ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (الترمذي:٣٤٢٨) وَحْدَه يعني: هو واحد، ليس معه آخرٌ.

[٦٤] عن سَعْدِ بْنِ عَائِذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا. (اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ:٦٥٥٤)

[٦٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. (سُنَنُ أَبِيْ دَاوُدَ:٤٠٩٨)

[٦٦] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. (مُسْنَدُ أَحْمَدَ:٩٤٢٩)

[٦٧] عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ (صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ: ٦٤٠٧)

[٦٨] عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. (رواه مسند احمد:١٠٠٠٥)

[٦٩] عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ. (رواه مسند احمد:٢٢٤٥٩)

[٧٠] أَبُو الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. (رواه مسند احمد:٢٧٤٩٦)

[٧١] عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ قَالَ: «رَضِيْتُ باللّهِ رَبّاً، وبالإسلام دِيْناً، وبمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم رَسُوْلاً» وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ. (سنن أبي داود:١٥٢٩)

[٧٢] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ. (رواه الترمذي:٢٨٣٣)

[٧٣] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ. (الطبراني: ١٣٤٦٨)

[٧٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ. (مسلم: ٢٦٢٦)

[٧٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا (صحيح مسلم:٦٧١)

[٧٦] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضى الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (صحيح البخاري:٤٦٩٧)

[٧٧] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ عَلَيْه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ. (رواه مسند احمد:٢٢١٩٩)

[٧٨] عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنه قال: كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعَلِّمُنَا هَؤُلَاءِ الكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ. (صحيح البخاري:٦٣٩٠)

[٧٩] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرَقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ، قَالَ: وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قال: لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا، وَلَا سُجُودَهَا. (صحيح اِبْنِ حِبَّانَ: ١٨٨٨)

[٨٠] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، واحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ. [وفي روايةٍ: التَّكْبِيرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ] (صحيح البخاري:٦٣١٨)

[٨١] عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ، اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. (رواه أحمد في مسنده:٢٤٣٩٨ وابن ماجة في سننه: ٣٨٤٦)

[৮২] عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللّهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ. (مُسْلِم: ٢٧٥)

[৮৩] عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ. (رواه الترمذي: ٢٦٣٢) خِيَارٌ: جمع الخير.

[৮৪] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو به في صَلَاتِي، قالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ. (صحيح البخاري:٨٣٤)

[৮৫] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ علَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ في المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ. (أخرجه البخاري: ٦٦٨٢)

বিষয়সূচি

১ম অধ্যায়		
১ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	ইশারাবাচক বিশেষ্য –পুরুষবাচক। (اِسْمُ الْإِشَارَةِ - مُذَكَّرٌ)
	২য় পরিচ্ছেদ	ইশারাবাচক বিশেষ্য– স্ত্রীবাচক। (اِسْمُ الْإِشَارَةِ - مُؤَنَّثٌ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	ما এবং هل দ্বারা প্রশ্নের ব্যবহার।
২য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	সিফাত বা বিশেষণ। (الصِّفَةُ)
	২য় পরিচ্ছেদ	আল-হুরুফুশ শামসিয়্যাহ এবং আল-হুরুফুল কামারিয়্যাহ।
	৩য় পরিচ্ছেদ	নির্দিষ্ট-অনির্দিষ্ট শব্দ (اَلْمَعْرِفَةُ-اَلنَّكِرَةُ), পূর্ণাঙ্গ বাক্য/অপূর্ণাঙ্গ বাক্য।
৩য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	নির্দিষ্ট মাওসুফ-সিফাত এবং অনির্দিষ্ট মাওসুফ-সিফাত, মুবতাদা এবং খবর।
	২য় পরিচ্ছেদ	কর্তাবাচক সর্বনাম। (الضَّمِيْرُ الْمَرْفُوْعُ/Subjective Pronoun)
	৩য় পরিচ্ছেদ	সম্বোধনসূচক অব্যয় (حَرْفُ النِّدَاءِ + اَلْمُنَادى)
৪র্থ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	সম্বন্ধ পদ (مُضَافٌ-مُضَافٌ إليه)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৫ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	الضَّمِيْرُ الْمَجْرُوْرُ (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম/Possessive Pronoun)
	২য় পরিচ্ছেদ	أَبٌ/ أَخٌ শব্দ দুইটির বিশেষ ব্যবহার
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৬ষ্ঠ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	একই বাক্যে একাধিক মুদ্বাফ হওয়ার ব্যবহার
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	

৭ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	ظَرْفُ الْمَكَانِ (স্থানবাচক ইসম/The Noun of Place)
	২য় পরিচ্ছেদ	غَيْرٌ এর ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	اَلْ جِنْسِيٌّ (শ্রেণী-নির্দেশক 'আল')
৮ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	হারফুল জারের ব্যবহার
	২য় পরিচ্ছেদ	হু (ه) দ্বমীরের শেষের অবস্থা।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৯ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	ইসমুল ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি যুক্ত মুদ্বাফ ইলাইহি।
	২য় পরিচ্ছেদ	ইসমুল ইশারা এবং মুশারুন ইলাইহি যুক্ত মুদাফ ইলাইহি এর শুরুতে ফী হারফুল জার এর ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১০তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْعَدَدُ (বচন/Number)
	২য় পরিচ্ছেদ	মানুষ ছাড়া অন্য শব্দের বহুবচন ব্যবহারের নিয়ম
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১১তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	মানুষকে বুঝায় এমন শব্দের বহুবচন ব্যবহারের নিয়ম। মুযাক্কারের অক্ষত বহুবচন (جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سَالِمٌ) এর শেষে ইরাবগত পরিবর্তন।
	২য় পরিচ্ছেদ	ইসমুল ইশারাহ এর একবচন এবং বহুবচনের ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	দ্বমীর মাজরূরের এর একবচন এবং বহুবচনের ব্যবহার।
১২তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	মুযাক্কারের অক্ষত বহুবচন (جَمْعٌ مُذَكَّرٌ سَالِمٌ) মুদ্বাফ হলে শেষের নুনটি পড়ে যায়।
	৩য় পরিচ্ছেদ	১০টি হাদিস

২য় অধ্যায়		
১ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْمَاضِيُ الْمُثْبَتُ (হ্যা-বাচক অতীত ক্রিয়া / Positive Past)
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْفَاعِلُ (কর্তা/Subject)
	৩য় পরিচ্ছেদ	বহুবচন ফায়িল এর ব্যবহার।
২য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	ظَرْفُ الزَّمَانِ (কালবাচক ইসম/The Noun of Time)
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْمُضَارِعُ الْمُثْبَتُ (হ্যা-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া)
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৩য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْأَمْرُ وَالنَّهْيُ (আদেশ ও নিষেধ-বাচক ক্রিয়া / Order)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	দ্বমীর এবং ইসম এর সাথে ل হারফুল জার এর ব্যবহার।
৪র্থ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْمَاضِيُ الْمَنْفِيُّ (না-বাচক অতীত ক্রিয়া/ Negative Past)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	اَلْمُضَارِعُ الْمَنْفِيُّ (না-বাচক বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ক্রিয়া) হ্যা-সূচক প্রশ্ন ও না-সূচক প্রশ্ন এর উত্তরের পার্থক্য।
৫ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	لِأَنَّ এর ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	أَبْوَابُ الثُّلَاثِيِّ الْمُجَرَّدِ (তিন মূল অক্ষরবিশিষ্ট অতিরিক্ত অক্ষরমুক্ত বাবসমূহ) বাব সমূহের নকশা সরফ সগীর, বাব, মাসদার এর পরিচয়
	৩য় পরিচ্ছেদ	বিভিন্ন বাব এর মাসদারসমূহ।
৬ষ্ঠ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْمَفْعُوْلُ بِهِ (কর্ম/Object)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	ফায়িলের দ্বমীরের সাথে মাফউলের দ্বমীর যুক্ত হবার কারণে পরিবর্তন। إِعْرَابُ الْاِسْمِ (ইসমের ইরাবের বিবরণ)

৭ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْاِسْمُ الْمَوْصُوْلُ-الصِّلَةُ (সম্বন্ধবাচক সর্বনাম / Relative Pronoun)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	لَنْ-لَمْ যুক্ত ফি'ল মুদ্বারীর ব্যবহার ও ইরাব।
৮ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	الحُرُوْفُ المُشَبَّهَةُ بِالْفِعْلِ (ক্রিয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হরফসমূহ)
	২য় পরিচ্ছেদ	ক্রিয়ার শুরুতে হারফুল জার ل এর ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৯ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْأَجْوَفُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ (বাব নাসারা এর আজওয়াফ)
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْأَجْوَفُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (বাব দ্বরাবা এর আজওয়াফ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	اَلْأَجْوَفُ مِنْ بَابِ سَمِعَ يَسْمَعُ (বাব সামিয়া এর আজওয়াফ) فِعْلُ الْمُقَارَبَةِ (নিকটবর্তী অর্থপ্রকাশক ক্রিয়া)
১০তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	الفِعْلُ النَّاقِصُ (ফি'ল নাক্বিস বা অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার ব্যবহার)
	২য় পরিচ্ছেদ	إِعْرَابُ الْفِعْلِ (ফি'ল এর ইরাবের বিবরণ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	المَاضِيْ الاِسْتِمْرَارِيْ (চলমান অতীত/Past Continuous)
১১তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	النَّاقِصُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ (বাব নাসারা এর নাক্বিস)
১২তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	النَّاقِصُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (বাব দ্বরাবা এর নাক্বিস)
	২য় পরিচ্ছেদ	النَّاقِصُ مِنْ بَابِ سَمِعَ يَسْمَعُ (বাব সামিয়া এর নাক্বিস)
	৩য় পরিচ্ছেদ	النَّاقِصُ مِنْ بَابِ فَتَحَ يَفْتَحُ (বাব ফাতাহা এর নাক্বিস)

৩য় অধ্যায়		
১ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	مُبْدَلٌ مِنْهُ-بَدَلٌ/مُبْدَلٌ (মুবদাল মিনহু–বদল এর ব্যবহার) جُمْلَةٌ دُعَائِيَّةٌ (দুআর বাক্যের ব্যবহার)
	৩য় পরিচ্ছেদ	اَلْمُضَاعَفُ مِنْ بَابِ نَصَرَ يَنْصُرُ (বাব নাসারার মুদ্বাআফ)
২য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	কয়েকটি যরফ (إذ – إذا – حين – حينما – عندما – لما) এর ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْمُضَاعَفُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (বাব দ্বরাবার মুদ্বাআফ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	একক-সিফাত ও বাক্য-সিফাত হবার ব্যবহার
৩য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْمُضَاعَفُ مِنْ بَابِ سَمِعَ يَسْمَعُ (বাব সামিয়ার মুদ্বাআফ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	ইসমুল ফায়িল এবং ইসমুল মাফউল এর গঠন ও ব্যবহার।
৪র্থ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	بَابُ الْإِفْعَالِ (বাবুল ইফআল)-এর পরিচয় ও ব্যবহার এবং সুলাসী মুজাররাদ ও সুলাসী মাজীদ ফীহি এর ক্রিয়ার তুলনামূলক ব্যবহার বিশ্লেষণ
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৫ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْأَجْوَفُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ (বাবুল ইফআলের আজওয়াফ)
	২য় পরিচ্ছেদ	أَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ এর ব্যবহার أَنْ الْمَصْدَرِيَّةُ এর আগে ও পরের ফায়িলের অভিন্নতা ও ভিন্নতা
	৩য় পরিচ্ছেদ	اَلنَّاقِصُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ (বাবুল ইফআলের নাক্বিস)

৬ষ্ঠ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلمُضَاعَفُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ (বাবুল ইফআলের মুদ্বাআফ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৭ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	بَابُ التَّفْعِيْلِ (বাবুত-তাফয়ীল)-এর পরিচয় ও ব্যবহার
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	أَيٌّ/أَيَّةٌ এর ব্যবহার।
৮ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلنَّاقِصُ مِنْ بَابِ التَّفْعِيْلِ (বাবুত-তাফয়ীল এর নাক্বিস)
	২য় পরিচ্ছেদ	إِنْ الشَّرْطِيَّةُ، لَوْ/لَوْلاَ الشَّرْطِيَّةُ এর ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	مَا ولَا بِمَعْنى لَيْسَ، إِنْ النَّافِيَةُ، لا لِنَفْيِ الْجِنْسِ এর ব্যবহার।
৯ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	بَابُ التَّفَعُّلِ (বাবুত-তাফা'উল)-এর পরিচয় ও ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	مَنْ এর মধ্যে শর্তের অর্থ থাকলে পরবর্তী ফি'ল মুদ্বারিকে জযমের ইরাব দিবে
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১০তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	بَابُ الْمُفَاعَلَةِ (বাবুল মুফাআলাহ)-এর পরিচয় ও ব্যবহার। بِلَا (ছাড়া) এর ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	بَابُ الْإِفْتِعَالِ (বাবুল ইফতিআল)-এর পরিচয় ও ব্যবহার।

১১তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلنَّاقِصُ مِنْ بَابِ الْاِفْتِعَالِ (বাবুল ইফতিআল এর নাক্বিস)
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১২তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	بَابُ الْاِسْتِفْعَالِ (বাবুল-ইসতিফআল)-এর পরিচয় ও ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْأَجْوَفُ مِنْ بَابِ الْاِسْتِفْعَالِ (বাবুল-ইসতিফআল আজওয়াফ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	

৪র্থ অধ্যায়		
১ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	সুলাসী মাযীদ ফীহি থেকে ইসমুল ফায়িল ও ইসমুল মাফউল এর সীগাহ গঠন পদ্ধতি।
২য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	ইসমুল ফায়িল ভবিষ্যৎ কালের অর্থ দেয় ইসমুল ফায়িল মাফউল বিহী এর দিকে মুদ্বাফ হয়।
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৩য় পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	হাল (حال) ও যুল হাল (ذوالحال/صاحب الحال) এর পরিচয় এবং হাল এর তিন অবস্থা।
	২য় পরিচ্ছেদ	জযম এর ইরাবের বিবরণ এবং জযম প্রদানকারী কিছু হারফ। যে-সব অবস্থায় জাযা (الجزاء) এর শুরুতে فاء আসে।
	৩য় পরিচ্ছেদ	জযম অবস্থায় আজওয়াফ ও নাকেস এর সীগাহসমূহের ধরন। আমর কিংবা নাহী এর জাওয়াবে যে فعل مضارع আসে তার ইরাব জযম হবে।
৪র্থ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	সম্বন্ধবাচক ইয়া (يَاءُ النِّسْبَةِ) এর গঠন।
	২য় পরিচ্ছেদ	بَابُ الِانْفِعَالِ (বাবুল-ইনফিআল) এর পরিচয় ও ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৫ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	بَابُ التَّفَاعُلِ (বাবুত-তাফাউল) এর পরিচয় ও ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	দ্বিবচন ইসিম ও তার ব্যবহার।
৬ষ্ঠ পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	দ্বিবচন মুদ্বাফ হবার অবস্থা।
	২য় পরিচ্ছেদ	দ্বিবচন ক্রিয়ার সীগাহসমূহ ও তার ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	নসব ও জযম হলে দ্বিবচন এর সীগাহতে নুন ইরাবী বিলুপ্ত হবে।

৭ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	اَلْمِثَالُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ يَضْرِبُ (বাব দ্বরাবা এর মিসাল)
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلْمِثَالُ مِنْ بَابِ فَتَحَ يَفْتَحُ (বাব ফাতাহা এর মিসাল) দ্বমীরের প্রকারসমূহ (৫ প্রকার দ্বমীরের বিবরণ)
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৮ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	
	২য় পরিচ্ছেদ	اِسْمُ التَّفْضِيْلِ (তুলনামূলক বিশেষ্য/ Comparative Noun) এবং দুই ধরনের ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
৯ম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	নাক্বিস এবং মুদ্বাআফ থেকে ইসমুত তাফদীল গঠন ও ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	اَلتَّمْيِيْزُ (তাময়ীয) এর পরিচয় ও ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১০তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	১ ও ২ এবং ৩-১০ পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	১১ ও ১২ এবং ১৩-১৯ পর্যন্ত সংখ্যার ব্যবহার।
১১তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	২০-৯০ দশক সংখ্যা, ২১ ও ২২ এবং ২৩-২৯... এবং ১০০ ও ১০০০ সংখ্যার ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	
	৩য় পরিচ্ছেদ	
১২তম পাঠ	১ম পরিচ্ছেদ	كَمْ اَلْخَبَرِيَّةُ এবং كَمْ اَلْاِسْتِفْهَامِيَّةُ এর ব্যবহার।
	২য় পরিচ্ছেদ	فِعْلُ الْمَدْحِ (প্রশংসাবাচক ক্রিয়া) ও فِعْلُ الذَّمِّ (নিন্দাবাচক ক্রিয়া) এর ব্যবহার। রঙের নাম ও তার ব্যবহার।
	৩য় পরিচ্ছেদ	

৪র্থ অধ্যায়ের ব্যক্তিগত নোট